ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ ● বর্ষ ঃ ৪ সংখ্যা ঃ ২২৫ ● কলকাতা ● ০১ ভাদ্র, ১৪৩১ ● রবিবার ● ১৮ আগস্ট, ২০২৪ পৃষ্ঠা - ৬ ৫ টাকা

নিজেকে কেন 'বানর' বললেন শাহরুখ?

পৃঃ ৫

ক্রিকেট ফিরল অলিম্পিকে, উচ্ছ্বসিত পন্টিং

পৃঃ ৬

আরজি কর কাণ্ডের পর

# মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আরজি করে চেস্ট ও মেডিসিন বিভাগে ট্রেনি মহিলা চিকিৎসকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার পর নারী নিরাপত্তা নিয়ে উঠেছে একাধিক প্রশ্ন। আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার। রাতে মহিলাদের সুরক্ষার নিয়ে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করল নবান্ন। তিনি আরও বলেন, রাত্রি সাথী নামে পুলিশের সঙ্গে মহিলা সিকিউরিটি ফোর্স রাখার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। মহিলাদের জন্য 'সেফ জোন' তৈরি করতে হবে। সেই 'সেফ জোন'-কে পুরোপুরি সিসিটিভি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলতে হবে। শুধু তাই নয় একা নয়, রাতে মহিলাদের দলবদ্ধ অথবা জোড়ায় কাজ করতে হবে। কে কোথায় যাচ্ছেন তা সহকর্মীরা জানবেন। মহিলা ডাক্তার ও নার্সদের কাজের সময় যেন ১২

এরপর ৩ পাতায়

বাংলায় ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ নিয়ে

# রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বাংলায় ৩৫৬ অনুচেছদ প্রয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। বৈঠক সদর্থক বলেও জানান তিনি। কিন্তু ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ নিয়ে সাংবাদিক বৈঠকে প্রাক্তন বিচারপতি যা বললেন, তা কার্যত সম্ভব নয় বলেই জানালেন কলকাতা হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়।কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে, এইভাবে কি আদৌ ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ করা যায়? প্রশ্ন করা হয়েছিল সুপ্রিম কোর্টের প্রাক্তন বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের কাছে। তিনি ফোনে জানান, ৩৫৬ ধারা প্রয়োগ মানে পুরো সরকারের কার্যক্রম বন্ধ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে কোনও দফতর আলাদা আলাদা করে করা সম্ভব নয়।

কটাক্ষ করতে ছাড়েননি তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, "প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় তো নব্য বিজেপি। ওঁ জানেন না, হয়তো আইনের বই বেশি পড়েছে। কিন্তু রাজনীতিতে নতুন। উন্নাও, হথরসের পর কোন বিজেপি শাসিত রাজ্যে ৩৫৬ ধারা জারি হয়েছিল?"আর তা নিয়েই চরম কটাক্ষ তৃণমূল নেতা কুণাল

এরপর ৩ পাতায়

দুর্ঘটনার কবলে সবরমতী এক্সপ্রেস - কানপুরের কাছে

# উল্টে গেল কুড়িটি বগি

**বেবি চক্রবর্ত্তী : নিউজ সারাদিন :** শনিবার ভোর রাত ২.৩০ মিনিট নাগাদ উত্তর প্রদেশের কানপুরে সবরমতী এক্সপ্রেসের কুড়িটা বগি উল্টে গেছে। ট্রেনটিতে প্রায় ১৩ হাজার যাত্রী ছিলেন। ইতিমধ্যেই উদ্ধার কাজ শুরু করেছে রেলওয়ে। তবে এখনো হতাহতের কোন খবর পাওয়া যায়নি।

ট্রেনটির লোকো পাইলট জানিয়ে লাইনের উপরে বোল্ডার থাকার কারণেই এই দুর্ঘটনা ঘটেছে। ট্রেনের ইঞ্জিনটিও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভোরের মধ্যেই যাত্রীদের উদ্ধার করে কানপুরে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিকভাবে রেল লাইনে বোল্ডার রাখার কারণে দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে দাবি করা হলেও আসল কারণ জানার জন্য তদন্ত করে দেখা হচ্ছে। পরপর কয়েকবার রেল দুর্ঘটনায় যাত্রীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। রেল সুরক্ষা নিয়োগ প্রশ্ন তুলছেন যাত্রীরা। উত্তর মধ্য রেলওয়ে জনের সিপিআরও শশীকান্ত ত্রিপাঠি জানিয়েছেন " কানপুরে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়েছে অধিকাংশ যাত্রীকে। দুর্ঘটনার পরে প্রয়াগরাজ, কানপুর, মির্জাপুর, আমেদাবাদ, তুন্ডলা, বেনারস, গোরক্ষপুর এবং এটাহতে বিশেষ হেল্পলাইন চালু করা হয়েছে। সেই সঙ্গে ঝাঁসিতে ও চালু করা হয়েছে হেল্পলাইন"। রেলের পক্ষ থেকে যে হেল্পলাইন নম্বর চালু করা হয়েছে সেই হেল্পলাইন নম্বরগুলি হল-০৫৩২-২৪০৮১২৮, ০৫৩২-২৪০৭৩৫৩, ০৫৩২-২৪০৮১৪৯। গত কয়েক বছরে একের পর এক ট্রেন দুর্ঘটনা প্রশ্নের মুখে ফেলে দিয়েছে যাত্রী সুরক্ষাকে। প্রতিটা রেল দুর্ঘটনার পরে রেলের সুরক্ষা নিশ্চিত করার বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েও কিছুই হচ্ছে না। প্রতিটা দুর্ঘটনার পরেই বারবার রেলের গাফিলতি প্রকাশ্যে আসছে। রেলের সুরক্ষা কবচ সিস্টেম এখনো বেশিরভাগ রেল লাইনে বসানো হয়নি। তাই অনেক যাত্রী এখন ট্রেন সফর করতে ভয় পাচ্ছেন।

পুলিশ আরও স্পষ্ট করেছে,

# শুভদীপ নিখোঁজও নয়

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আর জি কর কাণ্ডে এক জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তদন্তভার হাতে নিয়েছে সিবিআই। কিন্তু সিবিআই তদন্ত হাতে নেওয়ার আগেই সামাজিক মাধ্যমে দাবি উঠছিল, এই ঘটনায় এক জন নয়, একাধিক জন জড়িত থাকতে পারে। আর সেই হিসাবে সামাজিক মাধ্যমে এক যুবকের ছবিও ভাইরাল হয়। আর তাতে দাবি করা হয় তিনিই নাকি প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্রের ছেলে।এই সংক্রান্ত একাধিক গুজব ছড়িয়েছে আরজি কর কাণ্ড নিয়ে। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে সে বিষয়টি স্পষ্ট করেছে পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। সিপি বলেন, "এই ঘটনাটি নিয়ে অনেক রকমের গুজব ছড়াচ্ছে। কখনও বলা হচ্ছে এটা গণধর্ষণের ঘটনা, কখনও বলা হচ্ছে ১৫০ গ্রাম সিমেন পাওয়া গিয়েছে, কখনও আবার মহাপাত্র পদবিধারীকে বিশেষ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বের পদবির সঙ্গে জুড়ে দোষী হিসাবে চিহ্নিত করা হচ্ছে। এই ধরনের গুজব নিয়ে

এরপর ৩ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

কবিতা সংকলন

দীপ প্রসাদ

সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সহ-সম্পাদক : নিবেদিতা শেঠ

Phone : 9163761670 /9564382031

কবিতা, গল্প ও অনুগল্প সংকলন

অনুগল্প ও গল্পের জন্য
ফোনে কথা বলে নেবেন
নিয়ম ও কারণ জানার জন্য।

মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্যোগে

শিশু কিশোর আকাদেমি

তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার

বিভাগীয় সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা (প্রেসিডেন্সি বিভাগ)

আগামী ২৪ ও ২৫ আগস্ট '২৪ হাওড়া, উঃ ২৪ পরগনা, দঃ ২৪ পরগনা, নদিয়া এবং কলকাতার ছোটোদের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে।

২৪ এবং ২৫ আগস্ট প্রেসিডেন্সি বিভাগের উল্লিখিত জেলাগুলির জন্য এই প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। প্রতিযোগিতার সময়সহ বিস্তারিত বিবরণ ও আবেদনপত্র সংগ্রহের জন্য দুপুর ১টা থেকে সন্ধে ৬টা পর্যন্ত (প্রতি ক্ষেত্রে শনি, রবি ও অন্য ছুটির দিন বাদে) কলকাতায় শিশু কিশোর আকাদেমির কার্যালয়ে নিম্নলিখিত ঠিকানায় আবেদনপত্র জমা দিতে হবে। **আবেদনের শেষ তারিখ ২০ আগস্ট ২০২৪।**

প্রতিযোগিতার বিষয়: 'ক' বিভাগ (৫ থেকে ১০+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি। 'খ' বিভাগ (১১ থেকে ১৬+): রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, রাগপ্রধান গান, লোকগীতি, শাস্ত্রীয় নৃত্য, আবৃত্তি, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা। এই প্রতিযোগিতায় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে, প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীকে শংসাপত্র দেওয়া হবে। এবং এই প্রতিযোগিতার ভিত্তিতেই আসন্ন 'পঞ্চদশ রাজ্য শিশু কিশোর উৎসব'-এ অংশগ্রহণের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বিঃ দ্রঃ- আসন্ন রাজ্য শিশু কিশোর উৎসবে দলগত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের জন্য (গান, নাচ, আবৃত্তি, বৃন্দবাদন ইত্যাদি) এবং একক যন্ত্রবাদন, মূকাভিনয়, ম্যাজিক ইত্যাদি নানা বিষয়ের জন্য পেন ড্রাইভ/ডিভিডিসহ (অফেরতযোগ্য) সংশ্লিষ্ট দপ্তরে আবেদন করতে হবে। দলগত অনুষ্ঠানে দলের লেটারহেডেএবং অন্যান্য একক অনুষ্ঠানের জন্য সাদা কাগজে সংশ্লিষ্ট আধিকারিকের নামে চিঠি জমা দিতে হবে। প্রতিটি ক্ষেত্রে অবশ্যই পেন ড্রাইভ/ডিভিডি (অফেরতযোগ্য) দপ্তরে জমা দিতে হবে।

**প্রতিযোগিতার স্থান: উত্তীর্ণ, আলিপুর। সময়: ২৪ আগস্ট সকাল ১০ টা থেকে 'ক' বিভাগ এবং ২৫ আগস্ট সকাল ১০টা থেকে 'খ' বিভাগ**

শিশু কিশোর আকাদেমি। উত্তীর্ণ, দ্বিতীয় তল। ১এ, রিফর্মেটরি স্ট্রিট, আলিপুর, কলকাতা:২৭ফোন: ০৩৩ ২২২৩ ৬২১০ ই-মেল: skakademi@gmail.com

# মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে তলব করল কলকাতা পুলিশ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : হাসপাতালে ভাঙচুরের ঘটনায় সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে তলব করল কলকাতা পুলিশ। লালবাজারের একটি সূত্র মারফত তেমনই জানা গিয়েছে। এই বিষয়ে মিনাক্ষীর সঙ্গে যোগাযোগ করা যায়নি। তবে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম এই প্রসঙ্গে বলেন, 'এখনও নোটিস পাইনি।শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কথা তুলে মিনাক্ষীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমাদের পতাকা শুধু আমাদের অফিসে পাওয়া যায় না। বড়বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। যখন আমরা সংগঠনের পতাকা কাঁধে তুলে নিই, তখন তা নিয়ে দায়বদ্ধ থাকি।" পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময়ে হাসপাতালের বাইরে ওই ধরনের কিছু পতাকা দেখা যায়। কিন্তু ভিতরে বাম পতাকা থাকার প্রমাণ মেলেনি। ভাঙচুরের ঘটনায় কয়েক জনকে বৃহস্পতিবার রাতে লালবাজারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, আরজি করে হামলার ঘটনায় পুলিশ কাউকে লুকোনোর চেষ্টা করছে না। কেবল প্রমাণ খুঁজছে। প্রমাণ পেলেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গুজবে কান না-দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।নিশ্চয়ই নোটিস পাঠাবে। যাঁরা যাঁরা আন্দোলন করছেন, তাঁদের সবাইকেই হয়তো ডাকবে।'শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রীর কথা তুলে মিনাক্ষীকে প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, "আমাদের পতাকা শুধু আমাদের অফিসে পাওয়া যায় না। বড়বাজারেও কিনতে পাওয়া যায়। যখন আমরা সংগঠনের পতাকা কাঁধে তুলে নিই, তখন তা নিয়ে দায়বদ্ধ থাকি।" পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ঘটনার সময়ে হাসপাতালের বাইরে ওই ধরনের কিছু পতাকা দেখা যায়। কিন্তু ভিতরে বাম পতাকা থাকার প্রমাণ মেলেনি। ভাঙচুরের ঘটনায় কয়েক জনকে বৃহস্পতিবার রাতে লালবাজারে জিজ্ঞাসাবাদ করেন পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েল। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠক করে তিনি জানান, আরজি করে হামলার ঘটনায় পুলিশ কাউকে লুকোনোর চেষ্টা করছে না। কেবল প্রমাণ খুঁজছে। প্রমাণ পেলেই অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হচ্ছে। গুজবে কান না-দেওয়ার আবেদন জানান তিনি।

চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার প্রতিবাদে মেয়েদের রাত দখলের কর্মসূচির মধ্যেই মধ্যরাতে আরজি কর হাসপাতালের জরুরি বিভাগের গেট ভেঙে ভিতরে ঢুকে তাণ্ডব চালান একদল ব্যক্তি। তছনছ করা হয় হাসপাতালের জরুরি বিভাগের টিকিট কাউন্টার, এইচসিসিইউ (হাইব্রিড ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), সিসিইউ (ক্রিটিক্যাল কেয়ার ইউনিট), ওষুধের স্টোররুমও। হামলা চালানো হয় হাসপাতালের বাইরের চত্বরেও। ভাঙচুর করা হয় আরজি করের পুলিশ ফাঁড়ি, এমনকি চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে আন্দোলনকারী পড়ুয়াদের মঞ্চও! পাশাপাশি পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর এবং পুলিশকর্মীদের উপর হামলাও চালানো হয়। কিছু ক্ষণ পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বিশাল পুলিশবাহিনী। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নামানো হয় র‍্যাফ। তারা এসে কাঁদানে গ্যাসের শেল ফাটায়। ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় ভিড়। হামলাকারীদের একাংশকে তাড়া করে এলাকাছাড়া করে পুলিশ। কিন্তু তার পরেও পরিস্থিতি পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আসেনি। পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট ছোড়া হয়। এই ঘটনায় এখনও পর্ষন্ত ২৪ জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। হামলাকারীদের খুঁজতে সমাজমাধ্যমের সাহায্য নেওয়া হয়। আরজি করে হামলার সময়ে বাম যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআইয়ের পতাকা দেখা গিয়েছে বলে দাবি করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। পুলিশের তরফেও জানানো হয়, হাসপাতালে হামলার সময় আরজি করে ধর্নায় বসেছিলেন মিনাক্ষীরা।

# ৫১৫ বছরের মনসা পূজো সঙ্গে মেলা

**জলপাইগুড়ি: নিউজ সারাদিন** : জলপাইগুড়ির ঐতিহ্যবাহী বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ীর মনসা পুজো বলেই পরিচিত। এবার এই পুজো ৫১৫ বছরে পদার্পণ করল।রাজবাড়ী সদস্যদের কথায়, রাজবাড়িতে মা অষ্টমূর্তিতে পুজিত হন। রয়েছে অষ্টনাগের মূর্তি। বেহুলা, লখিন্দর, গোদা-গোদানির মূর্তিও আছে। আর সেই ঐতিহ্যবাহী পুজোর সাক্ষী থাকতে উত্তরবঙ্গ, দক্ষিণবঙ্গ, অসম, বিহার থেকেও প্রচুর মানুষ আসেন এখানে। এই পূজার বিশেষত্বআকর্ষণের কেনদ্রবিনদুতে থাকে উত্তরবঙ্গের প্রাচীন বিষহরির গান এবং সাত দিনব্যাপী মেলামেলাও।

বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়ির পুজোয় মূর্তির যে চালচিত্র ব্যবহার করা হয়, তাতে মনসামঙ্গলের রীতিনীতির স্পষ্ট ছাপ আছে। বৈকুণ্ঠপুর রাজবাড়িতে যে মূর্তিতে পুজো করা হয়, সেরকম উত্তরবঙ্গের কোথাও নেই বলে দাবি করেছেন অনেকে। । পুজোর তিনদিন ভিন্ন রকমের ভোগ তৈরি করা হয়। পুজো শুরুর দিনে ভোগ হিসেবে থাকে সাদা ভাত। দ্বিতীয় দিনে খিচুড়ি তৈরি করা হয়। শেষদিনে ভোগ হিসেবে দেওয়া হয় মিষ্টি। সেইসঙ্গে ভোগে পাঁচ ধরনের মাছও (ইলিশ, বোয়াল, চিতল, শোল এবং পুঁটি) থাকে। ঐতিহ্যবাহী সেই পুজোর পাশাপাশি বৈকুণ্ঠপুরের রাজবাড়িতে অন্যতম আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু হল প্রাচীন বিষহরির গান। পুজোর তিনদিন সেই গান হয়। আজ সেই বিখ্যাত জলপাইগুড়ি ঐতিহ্যবাহী মনসা পূজো সম্পন্ন হল রাজপুরহোহিত সদস্যদের উপস্থিতি । সকাল থেকেই শুরু হয়েছিল পূজো। পুজো দেখতে অসংখ্য মানুষ এখানে প্রতিবছর এসে থাকে এই বছরে এসেছিল। তবে মেলা এখনো জমেনি জমবে আগামী কাল থেকে।

# শুধু পথে প্রতিবাদ নয়, শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্যের বিকাশই অপরাধ প্রবণতা কমানোর উপায়

**বেবি চক্রবর্ত্তী: নিউজ সারাদিন** : খুনের সাজা ফাঁসি। চরম পরিণতির কথা জেনেও অপরাধপ্রবণ মন খুন করে। কিন্তু অপরাধ করা কি অতই সোজা? হত্যার সময় হাত কাঁপে না খুনির? কথিত আছে, ক্রিশ্চিন চ্যাপেলে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চির আঁকা দ্য লাস্ট সাপার ছবিতে যিশু ও জুডাসকে আঁকা হয়েছিল একই ব্যক্তিকে দেখে। শোনা যায় নিষ্পাপ বালক, যাকে দেখে যিশুর ছবি আঁকা হয়েছিল, কালক্রমে জঘন্যতম অপরাধী হয়ে ওঠা সেই ব্যক্তিকেই যুডাসের মডেল করেছিলেন দ্য ভিঞ্চি। কেন অপরাধী হয়ে উঠেছিল সেই বালক? কলকাতায় সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত কয়েকটি স্কুলের ছোটো ছেলে মেয়েদের মধ্যে সমীক্ষা করে সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছেন এসএসকেএম হাসপাতালের সঙ্গে যুক্ত বিশিষ্ট স্পিচ ও মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ মোহাঃ শাহীদুল আরেফিন। তাঁর কথায়, "সমীক্ষা করে দেখেছি ১৮ শতাংশ পড়ুয়ার মধ্যে এগ্রেসিভ ট্রেইটস দেখা গিয়েছে।

তিনি বলেন, শিশুর অনেক শারীরিক ও মানসিক বিকাশগত সমস্যা বাইরে থেকে বোঝা যায়না, তাই যথা সময়ে চিকিৎসা না হলে পরবর্তী সময়ে এদের মধ্যেই সমাজে অপরাধ করার প্রবণতা দেখা যায়, তাছাড়া অনেকের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও আমরা দেখেছি। আমাদের মনে হয়েছে, স্কুল থেকেই উপযুক্ত শারীরিক ও মানসিক মূল্যায়ন ও চিকিৎসা বা কাউন্সিলং করা হলে এই সমস্যা অনেকাংশে সমাধান করা সম্ভব।"

নেচার ও নার্চার, প্রথমটা আসে জিন থেকে, এটি জন্মগত। পরেরটি আসে পরিবেশ থেকে। আর জি কর হাসপাতালের ঘটনায় যখন সারা রাজ্য তো বটেই, দেশ পথে নেমে প্রতিবাদ করছে, তখন সমাধানের উপায় বলছেন ড. আরেফিন। আর জি করের ঘটনায় তিনি গভীর দু:খ প্রকাশ করেন। সঙ্গে তিনি জানান, এই রাজ্যের কিছু বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গবেষণা করে সমাজের প্রান্তিক শিশুদের নিয়ে। এইসব শিশুদের একাংশ আবার পরিবারের মধ্যে প্রথম প্রজন্মের প্রতিনিধি যারা স্কুলে যাচ্ছে। আর পাঁচজনের মতো এইসব শিশু ও কিশোর-কিশোরীদের যাতে শারীরিক ও মানসিক বিকাশ হতে পারে সেই জন্য তাদের মন বোঝার চেষ্টা করা হয় সমীক্ষায়। দেখা যায় ছোট থেকেই অনেকের মনে হিংসা ও প্রতিহিংসা পরায়ণতা দানা বাঁধতে থাকে শৈশব থেকেই। অবরাধ প্রবণতা নষ্ট করার জন্য তখন থেকেই কাউন্সিলিং বা চিকিৎসা করার প্রয়োজন বলে মনে করেন ড. আরেফিন। তিনি জানিয়েছেন, একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সহযোগিতায় ২০১৮ সালে হালতুর একটি বিদ্যালয়ে করা সমীক্ষা তাঁরা কলকাতায় স্কুল পরির্শকের অফিসে জমা দিয়ে এই ব্যাপারে আর্জিও জানিয়েছিলেন স্কুলে নিয়মিত বাচ্ছাদের কাউন্সেলিং করার জন্যে। তিনি বলেন, "আমাদের পুরো টিমের মূল উদ্দেশ্যই শারীরিক ও মানসিক স্বাস্থ্য পর্যালোচনা করা। আমরা যাদের নিয়ে সমীক্ষা করেছিলাম তাদের বেশিরভাগই অপুষ্টির শিকার ছিল যদিও তারা মিডডে মিল পেত। তবে শারীরিক স্বাস্থ্য তেমন ভালো ছিল না। মানসিক স্বাস্থ্যেও তার প্রভাব পড়েছিল। এরা সকলেই পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণীর পড়ুয়া ছিল।" তাঁরা এই কাজ ২০১৮ সালে করলেও এখন নতুন করে তাঁদের সুপারিশ কার্যকর করার সময় হয়েছে বলে মনে করেন মোহাঃ শাহীদুল আরেফিন।

মায়ের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দেওয়াও জরুরি বলে তাঁরা দেখেছেন, কারণ শিশুর প্রাথমিক দেখভালের দায়িত্ব থাকে মায়ের কাঁধেই।। সংসারের বোঝা টানতে গিয়ে এইসব মায়েদের অধিকাংশই অবসাদে ভোগেন। তাঁদের শরীর ও মনের প্রভাব পড়ে শিশুর উপরেও। সমস্যায় জর্জরিত মায়ের উদ্বেগের ছায়া পড়ে সন্তানের উপরেও। মায়ের বা পরিবারের কষ্ট লাঘব করতে বাচ্ছারাও ছোটো থেকে অনেক সময় বিপথগামী হতে পারে। তাই মায়েদের কাউন্সিলিং করা ও তাঁদের উদ্বেগ দূর করাও প্রয়োজন বলে সমীক্ষায় দেখা গেছে।

# সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে জানালেন, তাঁর ছোটবেলার স্কুলের শিক্ষক

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন** : আরজি করের ঘটনায় ইতিমধ্যে সিবিআইয়ের জেরার মুখে প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ। আরজি করে কর্তব্যরত মহিলা চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনার পরে 'প্রভাবশালী' সন্দীপ ঘোষের পদত্যাগের দাবিতে সরব হয় চিকিতসক পড়ুয়ারা। তার মাঝেই সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে জানালেন, তাঁর ছোটবেলার স্কুলের শিক্ষক।অন্যদিকে, বনগাঁতে সন্দীপ বাবুর কাকার বাড়ির পরিচারিকা জানাচ্ছেন এই ঘটনার সঙ্গে সন্দীপ বাবুর নাম থাকায় খারাপ লাগছে। পরিবার ভাল। কিন্তু উনি এমন

এরপর ৩ পাতায়

ফের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে

# ডেডলাইন হাইকোর্টে

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** গত দু'বছর থেকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে জর্জরিত রাজ্য। আদালতে চলছে একাধিক মামলা, এদিকে হকের চাকরির দাবিতে রাজপথে হাজার হাজার চাকরিপ্রার্থী। এরই মাঝে ফের সামনে এল প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগ। মামলা হল কলকাতা হাইকোর্টে ।এই মামলায় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের কাছে হলফনামা তলব করেছেন বিচারপতি সিনহা। কেন বেশি নম্বর পেয়েও চাকরিপ্রার্থী নিয়োগপত্র পেলেন না অগস্টের মধ্যে তা জানানোর জন্য পর্ষদকে নির্দেশ দিয়েছেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি অমৃতা সিনহা।২০১০ সালে প্রাথমিক শিক্ষক নিয়োগের জন্য আবেদন জানান উত্তর ২৪ পরগনার চাকরি প্রার্থীরা। এরপর নিয়ম মেনে ২০১১ সালে তাদের লিখিত পরীক্ষা হয়। যদিও পরবর্তীতে সেই লিখিত পরীক্ষাও বাতিল হয়ে যায়। পরে ফের ২০১৪ সালে ১৮ মার্চ লিখিত পরীক্ষা হয়। এরপর সেই বছরই নভেম্বর মাসে ইন্টারভিউ প্রক্রিয়াও শুরু করে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। তবে একাধিক অভিযোগ থাকায় সেই প্যানেল আর প্রকাশ করেনি প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ। এরপরই হাইকোর্টে দায়ের হয় মামলা।

এরপর ২০২১ সালের ১০ ফেব্রুয়ারি কলকাতা হাইকোর্টের নির্দেশ মতো প্যানেল প্রকাশ করতেই হয় প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদকে। তবে সেই প্যানেলে নাম না থাকায় আরটিআই করেন এক চাকরিপ্রার্থী। সেখানে দেখা যায় মামলাকারীর প্রাপ্ত নম্বর ২৮.৪৫। ফের মামলা দায়ের হয় হাইকোর্টে। উত্তর ২৪ পরগনার প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ২৬ হাজার ৫০টি নতুন করে শূন্যপদ তৈরি করেছে, যার মধ্যে প্রায় ৮০০টি শূন্যপদ ফাঁকাই রয়েছে বলে জানানো হয়।হাইকোর্টে মামলা উঠলে মামলাকারীদের প্রাপ্ত নম্বর-সহ ৮৭৩ জনের একটি তালিকা প্রকাশের জন্য পর্ষদকে নির্দেশ দেন বিচারপতি রাজাশেখর

এরপর ৪ পাতায়

১-ম পাতার পর

# পুলিশ আরও স্পষ্ট করেছে, শুভদীপ নিখোঁজও নয়

বিশ্লেষণও হচ্ছে। যা সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রভাব ফেলছে।"এবার জানা গেল সেই যুবকের আসল পরিচয়। তা প্রকাশ্যে এনে প্রাক্তন মন্ত্রী সৌমেন মহাপাত্র দাবি করলেন, "প্রবীর সিংহ মহাপাত্র আমাদের গণরোষ বা গণপিটুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন! যাঁরা মিথ্যা পোস্ট করেছেন, তাঁরা আমাকে, আমার ছেলেকে মার্ডার করলে ভাল হত।"

আগেই সাংবাদিক বৈঠক করে সৌমেন মহাপাত্র স্পষ্ট করেন, তাঁর ছেলে জড়িত নন এবং যে যুবকের ছবি ভাইরাল হয়েছে, তিনি তাঁর ছেলেও নন। প্রকাশ্যে এসেছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রীর স্ত্রী তৃণমূলের পাঁশকুড়া টাউন সভানেত্রী সুমনা মহাপাত্রও। যদিও কলকাতা পুলিশ এবং বাঁকুড়া পুলিশের যৌথ তদন্তে আসল পরিচয় উঠে আসে শুভদীপ সিংহ মহাপাত্র বাঁকুড়া জেলার প্রবীর সিংহ মহাপাত্রর ছেলে।

শুভদীপের বাবা সেই কথা সাংবাদিক বৈঠক করে স্বীকার করেন। আর তাতেই স্বস্তি পান তমলুকের বিধায়ক সৌমেন মহাপাত্র এবং তাঁর পরিবার। সেক্ষেত্রে তমলুক জেলা বিধায়ক কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে জানালেন, আতঙ্কে ছিলেন। তাঁরই দলেরই কেউ বা কারা তাঁদের নামে অপপ্রচার করেন, তাঁদের ফাঁসিয়ে জনরোষের স্বীকার করানোর চক্রান্ত করেছিল বলে অভিযোগ করেন তিনি।

প্রাক্তন মন্ত্রী জানান, শুভদীপ সিংহ মহাপাত্রের বাবা সত্য প্রকাশ করে তাঁদের গণপিটুনির হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। তিনি বলেন, "যাঁরা মিথ্যা পোস্ট করেছেন, তাঁরা আমাকে এবং আমার ছেলেকে প্রাণে মেরে ফেললে ভাল হত।" আক্ষেপ করে বলেন সৌমেন মহাপাত্র।

অনেকেরই প্রশ্ন এই শুভদীপ নামের ছেলেটি তাহলে কে ? সে কি সত্যিই আর জি করের ছাত্র? সামাজিক মাধ্যমে এও দাবি করা হয়, শুভদীপ নাকি ঘটনার পর থেকেই উধাও। কিন্তু কলকাতা পুলিশ এর সত্যতা সামনে এনেছে। কলকাতা পুলিশের দাবি অনুযায়ী, শুভদীপের বাড়ি বাঁকুড়ায়। তাঁর বাবার নাম প্রবীর সিংহ মহাপাত্র। তিনি প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক। তাঁর পরিবার একেবারেই প্রভাবশালী নয়। এই পরিবারের সঙ্গে কোনও মন্ত্রীরও কোনওরকম সম্পর্ক নেই।

পুলিশ আরও স্পষ্ট করেছে, শুভদীপ নিখোঁজও নয়। ঘটনার দিন থেকে সে হাসপাতালেই ছিল। কোথাও যায়নি। কলকাতা পুলিশ তার সঙ্গে কথাও বলেছে তদন্ত চলাকালীন।

১-ম পাতার পর

# আরজি কর কাণ্ডের পর মহিলাদের নিরাপত্তা নিয়ে নড়েচড়ে বসল রাজ্য সরকার

ঘণ্টার বেশি না হয় তা দেখতে হবে। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য আলাদা রেস্টরুম থাকবে। সেখানে শৌচালয়ের বন্দোবস্ত করতে হবে। সমস্ত মহিলাদের এই অ্যাপ ডাউনলোড করাতে হবে। যাতে থাকবে অ্যালার্ম ডিভাইস, যা স্থানীয় থানা এবং কন্ট্রোল রুমের সঙ্গে যোগাযোগ করার ব্যবস্থা থাকবে। এই অ্যাপটি পুলিশ শীঘ্রই তৈরি করে দেবে। কোনও সময় মহিলারা বিপদে পড়লে সাহায্যের জন্য হেল্পলাইন নম্বর ১০০/ ১১২-এ কল করতে হবে।

শনিবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্য আলাপন বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, রাতে মহিলাদের নিরাপত্তা জন্য চালু হচ্ছে রাতের সাথী প্রকল্প ।থাকবে বিশেষ অ্যাপ। যে কোনও প্রয়োজনে, সমস্যায় পড়লে ওই অ্যাপের মাধ্যমে যোগাযোগ করতে পারবেন মহিলারা। তা যুক্ত থাকবে পুলিশের সঙ্গে। রাতে সমস্ত হাসপাতালে মহিলাদের সবরকম নিরাপত্তা দিতে হবে বলে জানান মুখ্য উপদেষ্টা।

১-ম পাতার পর

# বাংলায় ৩৫৬ অনুচ্ছেদ প্রয়োগ নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করতে যান প্রাক্তন বিচারপতি তথা বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ

ঘোষের। অভিজিতের বক্তব্য, ৩৫৬ অনুচ্ছেদ মানেই সরকারকে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন নয়। কয়েকটি দফতরও কেড়ে নিয়ে চালানো সম্ভব।বিজেপি সাংসদ অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "এই সরকারের আর কোনও নৈতিক অধিকার নেই, সরকার চালানো। আমরা ৩৫৬ অনুচ্ছেদ নিয়ে কথা বলতে এসেছিলাম। ৩৫৬ অনুচ্ছেদ মানেই সরকারকে ফেলে দিয়ে রাষ্ট্রপতি শাসন নয়।" উদাহরণ দিয়ে তিনি বোঝান, "সরকারের কাছ থেকে কতগুলো দফতর নিয়ে নেওয়া যায়। যেমন ফিন্যান্স, কারণ গত ২ বছরে এই সরকার অডিটর জেনারেলের রিপোর্ট বিধানসভায় টেবিল করেনি, এটা সংবিধান বিরোধী। পুলিশকে যেভাবে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চালাচ্ছেন, বিশেষত উর্ধ্বতন পুলিশ কর্তাদের, সেক্ষেত্রে পুলিশ দফতরটা নিয়ে নেওয়া যেতে পারে। শিক্ষা দফতর, স্বাস্থ্য দফতর তো নিয়ে নেওয়া যায়।" এই নিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে তাঁরা আলোচনা করতে এসেছিলেন বলে জানান। তবে অভিজিৎ এটাও স্পষ্ট করেন, "তবে এটা বললেই তো করে ফেলা যায় না। এই নিয়ে আরও অনেক কাজ করতে হবে। লক্ষ লক্ষ মানুষ ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিলেন, তাঁদেরকেও আহ্বান করব, তাঁরা যাতে এক্ষেত্রে এগিয়ে আসেন।"

আর জি কর কাণ্ডের প্রতিবাদের মাশুল

# ৪৩ জন চিকিৎসকে বদলির নির্দেশ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** আর জি কর কাণ্ডের ঘটনায় সর্বত্র উঠেছে প্রতিবাদের ঝড়। এর আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে। অন্যদিকে ঘটনার পর থেকেই পর্যাপ্ত নিরাপত্তা সহ একাধিক দাবিতে কর্ম বিরতি চালাচ্ছেন চিকিৎসকের একটা অংশ। আর এই আবহেই ৪৩ জন চিকিৎসককে বদলির নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

আরজিকরের নারকীয় ঘটনার জেরে ব্যাহত হচ্ছে চিকিৎসা ব্যবস্থা। এই বিষয় নবান্নের তরফ থেকে করা বার্তাও দেওয়া হয়েছে। রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দপ্তরের তরফে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে ৪৩ জন চিকিৎসকের বদলির কথা। জানা গেছে রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে তাদের বদলি করা হয়েছে। এইভাবে ৪৩ জন চিকিৎসককে বদলির ঘটনায় নতুন বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। চিকিৎসকদের সংগঠন ইউনাইটেড ডক্টরস ফ্রন্ট অ্যাসোসিয়েশন এর তরফে এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানানো হয়েছে। চিকিৎসক সংগঠন ছাড়াও বিজেপির তরফেও নিন্দা জানানো হয়েছে। যদিও এই বিষয় রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য জানিয়েছেন " এ বিষয়ে আমার জানা নেই, ফলে কিছু বলারও নাই"। রাজ্য স্বাস্থ্য এবং পরিবার কল্যাণ দস্তরের তরফে এখনো পর্যন্ত এ বিষয়ে কোনো বক্তব্য পাওয়া যায়নি।

এই ঘটনার নিন্দা জানিয়ে বিজেপির সর্বভারতীয় মুখপাত্র শেহজাদ পুনেওয়ালা জানিয়েছেন "যারা ঘটনার প্রতিবাদ করছেন, মহিলাদের নিরাপত্তার দাবি জানাচ্ছেন তাঁদেরকেই বদলি করা হচ্ছে"। এই বিষয়ে কিম জং উনের সঙ্গেও মমতা বন্দোপাধ্যায়ের তুলনা করেন বিজেপির এই সর্বভারতীয় মুখপাত্র। তিনি দাবি করেছেন ইন্দিরা গান্ধী, স্ট্যালিন, হিটলার থাকলে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীকে বাহবা দিতেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য এই ঘটনা ঘটে যাবার বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর এখনও জুনিয়র ডাক্তাররা কর্ম বিরোতি কাটেনি। যদিও চিকিৎসকদের অবিলম্বে কাজে ফেরানোর আহ্বান জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন সমস্ত দাবি মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু এরপরেও আন্দোলন নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে। চিকিৎসকদের দ্রুত কাজে ফেরার আবেদন জানান। এমনকি জুনিয়ার ডাক্তারদের পায়ে ধরবেন বলেও মন্তব্য করেছেন রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধান।

২ পাতার পর

# সন্দীপ ঘোষ সম্পর্কে জানালেন, তাঁর ছোটবেলার স্কুলের শিক্ষক

জানা ছিল না বলে দাবি করেছেন তিনি। তিনি চাইছেন শাস্তি হোক।

বনগাঁ হাই স্কুলের বায়োলজির প্রাক্তন শিক্ষক হরি গোপাল সরকারের দাবি। বনগাঁ হাই স্কুলের একটি সুনাম আছে। কিন্তু এই ঘটনার সঙ্গে সন্দীপের নাম জড়িয়ে থাকায় খুব কষ্ট হচ্ছে।আরজি কর মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল সন্দীপ ঘোষের ছোটবেলা কেটেছে বনগাঁতে। বনগাঁ হাই স্কুলের ছাত্র ছিলেন তিনি। ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেন। বনগাঁ পশ্চিম পাড়াতে তাঁর পৈতৃক বাড়ি রয়েছে।

সন্দীপবাবু প্রসঙ্গে বনগাঁ হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক কুনাল দে জানিয়েছেন, ১৯৮৯ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাস করেছেন সন্দীপ বাবু। ভাল ছাত্র ছিলেন তিনি। আরজি কর কাণ্ডের সঙ্গে তার নাম থাকায় খুব খারাপ লাগছে কিন্তু বিচার্য বিষয় সেই কারণে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পৃথিবী পর্যবেক্ষণ

# উপগ্রহ ইওএস-০৮-এর সফল উৎক্ষেপণ ইসরোর

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইসরো পৃথিবী পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ ইওএস-০৮-এর সফল উৎক্ষেপণ করেছে। ক্ষুদ্র উপগ্রহ উৎক্ষেপণ যান(এসএসএল)-ডিথ্রি অর্থাৎ ছোট্ট রকেটের মাধ্যমে শ্রীহরিকোটায় সতীশ ধাওয়ান মহাকাশ কেন্দ্র থেকে আজ সকাল ৯-১৭ মিনিটে এই উপগ্রহ যানটিকে মহাকাশে পাঠানো হয়। ছোট আকারের এই উপগ্রহটিকে পৃথিবীর নিম্ন কক্ষে স্থাপন করবার জন্যই রকেটটির নকশা করা হয়। এই অভিযানের প্রাথমিক উদ্দেশ্যগুলি হল একটি মাইক্রো স্যাটেলাইট নকশা তৈরি করা, মাইক্রো স্যাটেলাইট বাসের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ পেলোড যন্ত্র তৈরি করা এবং ভবিষ্যতের অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কার। এসএসএলভি-ডিথ্রি-তে যে আর্থ অবজারভেশন স্যাটেলাইট রয়েছে, তা তৈরি করা হয়েছে একটি মাইক্রো স্যাটেলাইট বা আইএমএস-ওয়ান বাসে। এই মিশনের কার্যকালের মেয়াদ এক বছর। অর্থাৎ এক বছর ধরে মহাকাশে থাকবে স্যাটেলাইট। ১৭৫.৫ কেজি ওজনের এই স্যাটেলাইটটি ৪২০ ওয়াট শক্তি উৎপাদন করতে পারে। যে পেলোডগুলি স্যাটেলাইটে রয়েছে, সেগুলি আসন্ন গগণযান মিশনের উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে। নতুন ধরনের বৈশিষ্ট্য সংযোজিত ইওএস-০-৮ মিশনটি এক্স ব্যান্ড ডেটা ট্রান্সমিশনের মাধ্যমে উপগ্রহ প্রযুক্তি ব্যবস্থার উন্নতিসাধন ঘটাবে। সম্পূর্ণ দেশজ প্রযুক্তিতে তৈরি এই উপগ্রহ যানকে বিভিন্ন বিপর্যয় নজরদারির কাজে লাগানো হবে।

# ৯৬ ঘন্টা হয়ে গেলেও সিবিআই একজনকেও গ্রেফতার করতে পারল না: কল্যাণ

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ৯৬ ঘন্টা হয়ে গেলেও সিবিআই একজনকেও গ্রেফতার করতে পারল না কেন তার জবাব চাওয়ার পাশাপাশি রবিবারের মধ্যে ফাঁসির দাবি তুললেন হুগলি জেলার তৃণমূলের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়।আরজি করকান্ডে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা মত শ্রীরামপুরে পথে নামল তৃণমূল। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বুকে কালো ব্যাচ লাগিয়ে শনিবার বিকেলে সিবিআইয়ের সঠিক তদন্ত এবং দোষীদের শাস্তির দাবিতে শ্রীরামপুর নগার মোড় থেকে মাহেশ স্নানপিরির মাঠ পর্যন্ত তৃণমূলের প্রতিবাদ মিছিল বের হয়।

অথচ সিবিআই এখনো পর্যন্ত কিছুই করতে পারল না। তিনি নিজের আইন পেশার কথা উল্লেখ করে বলেন, শুধু কর্ম ক্ষেত্রে নয় সংসার জীবনেও বহু মহিলা অত্যাচারিত হন। গরিব মহিলারা অত্যাচারিত হলে তারা কেন বিচার পাবে না প্রশ্ন তোলেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি দাবি করেন মহিলারা অত্যাচারিত হলে তার কাছেই আসে, কোন আতেলদের কাছে যায় না।মিছিলে পা মেলান শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামপুরের বিধায়ক সুদীপ্ত রায়, হুগলি সাংগঠনিক জেলার সভাপতি অরিন্দম গুঁইন এবং বিভিন্ন পুরসভার পুরপ্রধানরা। মিছিলে হাঁটতে হাঁটতে দোষীদের শাস্তির দাবিতে সুর চড়ান সাংসদ কল্যাণ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন কলকাতা পুলিশ তো ঘটনা ঘটার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সঞ্জয় রায়কে গ্রেফতার করে।

ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারতের উচ্চাশামূলক কয়েকটি লক্ষ্যের কথা

# স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী দেশের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবসে ভবিষ্যতের কয়েকটি লক্ষ্যের কথা পুনর্ব্যক্ত করেছেন। ভারতের উন্নয়ন ও অগ্রগতি, উদ্ভাবন প্রচেষ্টা এবং বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশ্বের অন্যান্য অগ্রণী দেশের সঙ্গে ভারতকে সমান সারিতে নিয়ে আসার চিন্তাদর্শ থেকে প্রধানমন্ত্রী ভবিষ্যতের এই লক্ষ্যগুলি সকলের সামনে তুলে ধরেছেন। আজ ভারতের ৭৮তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী তাঁর ভাষণে যে মূল বিষয়গুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে তার মধ্যে রয়েছেন - জীবনযাত্রাকে সহজতর করে তোলা, নালন্দার শিক্ষা ভাবনা ও শক্তির পুনরুজ্জীবন, ভারতে চিপ-সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদনে প্রসার ও ব্যপ্তি, দক্ষ ভারত গঠন, শিল্পোৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে ভারতকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরা, ভারতের নিজস্ব ডিজাইনকে বিশ্বমানের করে তোলা, খেলাধূলার ক্ষেত্রে ভারতকে অগ্রণী একটি দেশ রূপে চিহ্নিত করা, পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থান ও গ্রীন হাইড্রোজেন মিশন, স্বাস্থ্য ভারত মিশন, রাজ্য পর্যায়ে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতামুখিনতা, ভারতীয় মানকে বিশ্বমানে উন্নীত করা, জলবায়ু পরিবর্তন সমস্যার কার্যকর মোকাবিলায় লক্ষ্য স্থির করে দেওয়া, চিকিৎসা শিক্ষার প্রসার এবং তরুণ যুব প্রজন্মকে রাজনীতি মনস্ক করে তোলা। এই লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী আজ তাঁর ভাষণে জীবনযাত্রাকে আরও সহজ করে তোলার প্রচেষ্টাকে একটি মিশন রূপে গ্রহণ করার জন্য সকলের কাছে আহ্বান জানান। দেশের শহরাঞ্চলে জীবনযাত্রার মানগত উন্নয়নের লক্ষ্যে পরিকাঠামো ও পরিষেবার উন্নয়ন ও প্রসারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন তিনি। সুপ্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ভাবনার শক্তি ও আদর্শকে ফিরিয়ে আনারও আহ্বান জানান প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, ভারতকে উচ্চতর শিক্ষা ও গবেষণার একটি পীঠস্থান রূপে গড়ে তোলার মাধ্যমে বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ শিক্ষাভূমি রূপে পরিচিত করানো। এবছর নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্বোধন প্রসঙ্গের অবতারণা করে

এরপর ৪ পাতায়

ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

নিউজ সারাদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

৪ বর্ষ ২২৫ সংখ্যা ১৮ আগস্ট, ২০২৪ রবিবার ০১ ভাদ্র, ১৪৩১

## আরজি কর হাসপাতালে হওয়া ঘটনার নিন্দা করেছেন শোভনদেব

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুন করা হয়েছে বলে উঠেছে অভিযোগ। তারপর থেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা খবর ছড়িয়ে পড়েছে। যেগুলির মধ্যে ভুয়ো খবরের সংখ্যাই সর্বাধিক। এই আবহে এবার মুখ খুললেন প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা তথা রাজ্যের মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়। মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ যেন ভুলপথে চালিত না করেন, সেই আবেদন করলেন তিনি।যেদিন রাতের দখল নিতে রাস্তায় নেমেছিল নাগরিক সমাজ সেদিনই আরজি কর হাসপাতালে হামলা করা হয়েছিল। আরজি কর হাসপাতালে হওয়া ঘটনার নিন্দা করেছেন শোভনদেব। তবে মুখ্যমন্ত্রী যে উদ্যোগ নিয়েছেন তার প্রশংসা করেছেন। তাই তাঁর বক্তব্য, 'আমি তিলোত্তমার বাড়িতে গিয়েছিলাম। অনেকক্ষণ ছিলাম। ওঁর মা অঝোরে কাঁদছিল। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা করার করেছেন। সিবিআইকে সবরকম সাহায্য করা হচ্ছে। সিবিআই যাতে তদন্তে গড়িমসি না করে তার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সময় বেঁধে দিয়েছেন। আরজি করে হামলার ঘটনা দুর্ভাগ্যজনক। হামলায় যুক্তরা যারই লোক হোক, কাউকে রেয়াত করা হবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীই জানিয়েছেন।'ইতিমধ্যেই কুণাল ঘোষ এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমাদেরও কিছু ভুল শুধরে সঠিক পদক্ষেপে সব চক্রান্ত ভাঙতেই হবে।'

আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ ও খুনের মামলায় দোষীর ফাঁসির দাবিতে রাজপথে নামেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে নানা ভুয়ো খবর প্রচার করা হচ্ছে বলে অভিযোগ তোলেন তিনি। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনা নিয়ে এখন তদন্ত করছে সিবিআই। আজ শনিবার দেশজুড়ে কর্মবিরতি ডাক দিয়েছে ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন। আর তারপরই চিকিৎসকদের এই কর্মবিরতির মধ্যেই রাজ্যের ৪২ জন চিকিৎসককে বদলি করা হয়েছে। এই ঘটনার পরই সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছিলেন, 'যারা এই কাজ করেছে তাদের এনকাউন্টার করা উচিত। সরকারি টাকায় লালনপালন করার কোনও প্রয়োজন নেই।'এদিকে আরজি কর কাণ্ডে সোশ্যাল মিডিয়ায় 'ভুয়ো তথ্য' ছড়ানোর অভিযোগ এবার দুই প্রবীণ চিকিৎসককেও তলব করতে চলেছে লালবাজার। তার মধ্যে আগেই ডাঃ শান্তনু সেন বলেছিলেন, মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সঠিক খবর পৌঁছচ্ছে না। এবার সেই সুর শোনা গেল পরিষদীয়মন্ত্রীর গলাতেও। শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় চিকিৎসকদের বদলি নিয়ে প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'কারা বদলি হয়েছেন জানি না। হাজার হাজার ডাক্তার আন্দোলন করছেন। তার মধ্যে কারা বদলি হয়েছেন, জানি না। আবার আমার মনে হচ্ছে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'মিস লিড' করার চেষ্টা করছে কেউ। তবে আমি এটা জানি না। না জেনে বলছি। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীকে কেউ যেন ভুলপথে চালিত না করেন।' এই মন্তব্য নিয়েই এখন জোর চর্চা শুরু হয়েছে।

## সম্পাদকীয়

### বৃহস্পতিবার থেকেই অভিষেকের দফতর সংবাদমাধ্যম সামলানোর কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে

বিভিন্ন বিষয়ে সংবাদমাধ্যম সামলানোর দায়িত্ব পালন করত তৃণমূলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্যামাক স্ট্রিটের দফতর। কিন্তু আরজি কর-কাণ্ডের অভিঘাতে সেই দায়িত্ব থেকে ক্যামাক স্ট্রিট নিজেদের সরিয়ে নিয়েছে। শুক্রবার তৃণমূল সূত্রে তেমনই খবর। শাসকদল সূত্রে জানা গিয়েছে, এ বার থেকে সেই কাজ করবে রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর দফতর।শুক্রবার সকালে যে পোস্টে কলকাতা পুলিশ জানায় আরজি করে হামলার ঘটনায় ১৯ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে, সেই পোস্টটি 'রিপোস্ট' করেন অভিষেক। তাঁর অনুগামীরা পুরনো পোস্ট এবং রিপোস্টের স্ক্রিন শটও ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সমাজমাধ্যমে। যাতে বুধবার রাতের পোস্টে '২৪ ঘন্টার মধ্যে গ্রেফতার করতে হবে' অংশটি বিশেষ ভাবে চিহ্নিত করে দেওয়া হয়। সেটিও 'তা ৎপর্যপূর্ণ'। কারণ, ২৪ ঘন্টার মধ্যেই হামলা এবং ভাঙচুরের ঘটনায় ধরপাকড় শুরু হয়ে গিয়েছিল। তবে অভিষেকের দফতর সংবাদমাধ্যম সামলানোর দায়িত্ব ছেড়ে দেওয়ার পর তৃণমূলে এখন আলোচ্য বিষয় একটাই এর পর কী হবে?যা তৃণমূলের সর্বোচ্চ নেতৃত্বের মধ্যে আবার 'দূরত্ব'-এর সূচক বলেই মনে করছেন শাসকদলের প্রথম সারির নেতারা।

তৃণমূল সূত্রে জানা গিয়েছে, গোটা বিষয়টি সম্পর্কে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও অবহিত। তৃণমূলের একটি সূত্রের বক্তব্য, আগামী দু'তিন দিনের মধ্যে এ বিষয়ে মমতা নিজে বৈঠক করে 'মিডিয়া ম্যানেজমেন্ট' সংক্রান্ত নির্দেশিকা দিয়ে দেবেন। সূত্রের খবর, বৃহস্পতিবার থেকেই অভিষেকের দফতর সংবাদমাধ্যম সামলানোর কাজ থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছে। জাতীয় বা রাজ্য স্তরে কোনও বড় ঘটনা ঘটলে দলের কোন মুখপাত্র প্রতিক্রিয়া দেবেন, তা ঠিক করত অভিষেকের দফতর। চ্যানেলে চ্যানেলে বিভিন্ন বিতর্কে কারা যাবেন, তা-ও ঠিক করে দিত ক্যামাক স্ট্রিটই। সেই প্রতিক্রিয়ায় 'পার্টি লাইন' কী হবে, তা-ও নির্ধারিত করত অভিষেকের দফতরই। লক্ষ্য একটাই: যাতে একই সুরে সকলে কথা বলেন। যেমন সিপিএমে হয়। কোনও বিশেষ ঘটনায় পলিটব্যুরো থেকে এরিয়া কমিটি পর্যন্ত সকলের বয়ান একই হয়। কিন্তু আরজি কর পরিস্থিতি চলতে চলতেই সেই কাজ থেকে নিজেদের সরিয়ে নিল অভিষেকের দফতর। যা তৃণমূলের মধ্যে নতুন আলোচনার সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পরবর্তী সময়ে সংগঠন থেকে অভিষেকের 'সাময়িক বিরতি' নিয়েও জল্পনা তৈরি হয়েছিল দলে। জুলাই মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে তৃণমূলের অনেকে আশঙ্কা প্রকাশ করে ঘরোয়া আলোচনায় বলতেন, "২১ জুলাইয়ের মঞ্চে অভিষেক থাকবেন তো?" বার্ষিক সমাবেশের প্রস্তুতিপর্বে অভিষেকের 'সরে থাকা' নিয়েও কম চর্চা হয়নি শাসকদলের মধ্যে। তবে সমাবেশে অভিষেক শুধু উপস্থিত ছিলেন তা-ই নয়, বক্তৃতা থেকে স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন সংগঠনের রাশ তাঁর হাতেই। তিন মাসের মধ্যে সংগঠনে এবং স্থানীয় প্রশাসনে রদবদলের বার্তাও দিয়েছিলেন তৃণমূলের সেনাপতি। কিন্তু আরজি কর-কাণ্ডের আবহে অভিষেকের দফতরের সংবাদমাধ্যম সংক্রান্ত দায়িত্ব ছাড়া নতুন পর্বের ইঙ্গিত কি না, তা নিয়ে দলের মধ্যে কৌতূহল তৈরি হয়েছে। অভিষেক-ঘনিষ্ঠেরা অনেক দিন ধরেই ঘরোয়া আলোচনায় বলছেন, সেনাপতি প্রশাসনের অনেক কাজ নিয়ে সন্তুষ্ট নন। তাঁর ঘনিষ্ঠদের দাবি, অভিষেক মনে করেন, ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটে জিততে হলে এখন থেকেই 'প্রশাসনিক সংস্কার' দরকার। তা না হলে ১৫ বছরের প্রতিষ্ঠান বিরোধিতা সংগঠন দিয়ে সামাল দেওয়া যাবে না। উল্লেখ্য, গত বছর নভেম্বর থেকে এ বছর ফেব্রুয়ারি মাসের মাঝামাঝি পর্যন্ত অভিষেকের 'দূরে সরে থাকা' নিয়েও তৃণমূল আন্দোলিত হয়েছিল। আরজি কর-কাণ্ডের আবহে অভিষেকের দফতরের এই সিদ্ধান্তে তৃণমূলের অনেকেই প্রশ্ন তুলছেন, তা হলে কি দলের সেনাপতি পুলিশ তথা প্রশাসনের ভূমিকায় অসন্তুষ্ট। উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালে বুধবার রাতে হামলার পর অভিষেক নিজে কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের সঙ্গে কথা বলেছিলেন। দাবি জানিয়েছিলেন দল, রং না দেখে অপরাধীদের গ্রেফতার করতে। বলেছিলেন, চিকিৎসকদের দাবি ন্যায্য। তাঁদের আন্দোলনও সঙ্গত। তাঁরা সরকারের কাছ থেকে সুরক্ষা আশা করতেই পারেন। ২৪ ঘন্টার মধ্যে যএন অপরাধীদের চিহ্নিত করে গ্রেফতার করা হয়। একজন জনপ্রতিনিধি' হিসেবে তিনি সেই দাবি জানাচ্ছেন। সে কথা এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে ওই রাতেই পোস্ট করেছিলেন অভিষেক।

# মাতৃ শক্তি

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(প্রথম পর্ব)

শিক্ষা যেমন জ্ঞানের এক আলো ,মাতৃ শক্তি তেমনি এক মানব জীবনের অফুরন্ত এক অধ্যায়ের আলো। মায়ের কৃপা থাকলে কোন বাধা বাধা নয়, যতই আসুক না কেন ঝড়, ঝাপটা ঝঞ্ঝাট সবই তিনি রক্ষা করেন। জীবনযাত্রা শুধু দগ্ধময় আলো অন্ধকারে মায়াজাল। যে জালে আছো ডুবে হাবুডুবু খেয়ে ঈশ্বরের আরাধনার কথা আমরা বলতে বসেছি, তবে তাকে পেতে গেলে বহু বিপত্তি ও বাধার মধ্যে পড়তে হয় মানব কল্যাণে। সেই কল্যাণময়ী বিপত্তির ইতিহাস মাতৃশক্তি রূপে আছো অভিভূত হয়ে আছে দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দির। সেযু গে আরও এক জ্বালা বই ইতিহাসের কথা না বললে নয়। জাত পাত খন্ডনের বিবরণ, সে যুগে শূদ্ররা মন্দির প্রতিষ্ঠা করলে ব্রাহ্মণরা সে মন্দিরের প্রসাদ খেতেন না, এমনকী সেখানকার দেবমূর্তিকে প্রণাম পর্যন্ত করতেন না। সুতরাং রাসমণির মন্দিরে পুরোহিত হতে তাঁরা নারাজ। আবার ওদিকে জানবাজারে তাঁদের বাড়ির কুলপুরোহিত রামসুন্দর চক্রবর্তী বা তাঁর বংশধরদের রানি অশাস্ত্রজ্ঞ বলে মনে করতেন। তাই তিনি চেয়েছিলেন গুরুবংশীয়দের 'ন্যায্যবিদায় আদায়' অক্ষুণ্ণ থাকুক কিন্তু নতুন মন্দিরে নিত্য দেবসেবার ভার কোনও 'শাস্ত্রজ্ঞ সদাচারী' ব্রাহ্মণের হাতে অর্পিত হোক।

কিন্তু রানি চাইলেই তো আর হল না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সে দায় নেবেন কেন? শূদ্রাণী প্রতিষ্ঠিত মন্দিরে সেবায়েতের দায়িত্ব নিলে তো সমাজে ব্রাত্য হতে হবে। কে সেই ঝুঁকি নেবে?

এবার পরিত্রাতা হয়ে এগিয়ে এলেন রাসমণির দুজন কর্মচারী, মহেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এবং রামধন

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

৩ পাতার পর

## ভবিষ্যতের লক্ষ্যে ভারতের উচ্চাশামূলক কয়েকটি লক্ষ্যের কথা স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে উল্লেখ করলেন প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী এই আহ্বান জানান। অন্যদিকে, সেমিকন্ডাক্টর উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতকে বিশ্বে এক নেতৃস্থানীয় অবস্থানে নিয়ে যেতে আগ্রহ প্রকাশ করেন তিনি। সেমিকন্ডাক্টর আমদানির ওপর নির্ভরতা কমিয়ে এনে প্রযুক্তিগত দিক থেকে ভারতকে স্বনির্ভর করে তোলাই যে তাঁর অন্যতম মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য একথাও আজ দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাক্ত করেন তিনি। এদিনের ভাষণে ২০২৪-এর বাজেট প্রসঙ্গের উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ভারতের যুবসমাজকে উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দানের মাধ্যমে দেশকে বিশ্বের সামনে দক্ষতা বিকাশের রাজধানী রূপে প্রতিভাত করতে তিনি বিশেষ ভাবে আগ্রহী। ভারতকে বিশ্বের একটি উৎপাদন কেন্দ্র রূপে গড়ে তোলারও চিন্তা-ভাবনা রয়েছে প্রধানমন্ত্রীর। এজন্য তিনি দেশের বিশাল সহায়সম্পদ এবং দক্ষ কর্মশক্তির মধ্যে মিলন ও সমন্বয় সাধনের আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতে বর্তমানে অনেক উৎপাদনেরই নতুন নতুন ডিজাইনই উদ্ভাবিত হচ্ছে। এই ভাবে দেশ-বিদেশের বাজারের দিকে লক্ষ্য রেখে উন্নত মানের পণ্য উৎপাদনের ওপর জোর দেন তিনি। প্রধানমন্ত্রী মোদী আজ তাঁর ভাষণে বলেছেন যে ভারতে খেলাধূলার সাজসরঞ্জাম উৎপাদন ক্ষেত্রে ভারতের সমৃদ্ধ ও সুপ্রাচীন উত্তরাধিকার ও সাহিত্যকে কাজে লাগাতে হবে। কারণ তার মধ্যে এর সমস্ত কিছুরই উল্লেখ রয়েছে। ভারতীয় পেশাদারদের এবিষয়ে বিশ্বের বাজার দখলেরও আহ্বান জানিয়েছেন তিনি। প্রধানমন্ত্রীর মতে শুধুমাত্র খেলাধূলার জন্যই নয়, বরং নতুন নতুন ক্রীড়া ভাবনার জন্যও তা একান্ত জরুরী। প্রধানমন্ত্রীর মতে ভারতীয় খেলাধূলা সম্পর্কে সারা বিশ্বে আরও বেশি করে অগ্রহ জাগিয়ে তুলতে হবে। জলবায়ু পরিবর্তনের মোকাবিলায় ভারতের কর্ম প্রচেষ্টাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যেতে পরিবেশবান্ধব কর্মসংস্থানের ওপরও জোর দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারতের মূল লক্ষ্য হল এখন পরিবেশবান্ধব সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি নিশ্চিত করার পাশাপাশি দূষণ মুক্ত পরিবেশে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা। তা একদিকে যেমন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে সহায়ক হবে, অন্যদিকে তেমনি পরিবেশ সুরক্ষার কাজেও উপকারে আসবে। এদিন, গ্রীন হাইড্রোজেন উৎপাদন ক্ষেত্রে বিশ্বের সামনে ভারতকে এক অগ্রণী স্থানে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে ভারতের অঙ্গীকারবদ্ধতার কথাও ব্যক্ত করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, পরিবেশ সংরক্ষণ এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে নিরন্তর কর্মসংস্থান এই মুহূর্তে উন্নয়নের একটি পূর্ব শর্ত হয়ে উঠতে পারে। আগামী ২০২৪ সালের মধ্যে 'বিকশিত ভারত'-এর স্বপ্নকে সফল করে তুলতে আগ্রহী প্রধানমন্ত্রী। আজ তাই তাঁর ভাষণে শ্রী মোদী বলেন যে 'সুস্থ ভারত'-এর চিন্তাদর্শের পথ আমাদের অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। কারণ, রাষ্ট্রীয় পুষ্টি অভিযানের মধ্য দিয়ে ইতিমধ্যেই তার সূচনা হয়েছে। বিনিয়োগ আকর্ষণের লক্ষ্যে সুস্পষ্ট লক্ষ্য স্থির করার জন্য রাজ্য সরকারগুলিকে আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। এজন্য রাজ্যগুলির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি তথা উন্নত প্রশাসনিক ব্যবস্থার ওপর বিনিয়োগকারীদের আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে তুলতে রাজ্যগুলিকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। শ্রী মোদী বলেন, ভারতীয় মানকে আন্তর্জাতিক মানে উন্নীত করতে আমাদের অবশ্যই অঙ্গীকার পালন করতে হবে। কারণ, এই বিষয়টিতে আমরা বরাবরই বিশেষ জোর দিয়ে আসছি। আগামী ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট পুনর্নবীকরণযোগ্য জ্বালানি উৎপাদনের লক্ষ্য পূরণে ভারত একটি উচ্চাকাঙ্খী দেশ হিসেবে পরিচিতি লাভ করেছে। ভারত হল জি২০ ভুক্ত রাষ্ট্রগুলির মধ্যে একমাত্র দেশ যা প্যারিস চুক্তির লক্ষ্য পূরণে সাফল্য দেখিয়েছে। আগামী ৫ বছরে দেশে ৭৫,০০০ নতুন চিকিৎসা শিক্ষার আসন যুক্ত করার কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন, ভারতে চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগকে আরও সম্প্রসারিত করে তোলার ক্ষেত্রে তা এক বিশেষ অনুঘটকের কাজ করবে। শুধু তাই নয়, চিকিৎসকদের উত্তরোত্তও চাহিদা বৃদ্ধির বিষয়টি সামনে রেখে এই আসন বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী। ভারতীয় রাজনীতিতে এক লক্ষ যুবককে যুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। যে সমস্ত পরিবার থেকে এতদিন পর্যন্ত কোন রাজনৈতিক কর্মী বা নেতা গড়ে ওঠেনি, সেই পরিবারগুলির যুবকদের রাজনীতি মনস্ক করে তোলার ডাক দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেছেন

৩ পাতার পর

## ফের নিয়োগে দুর্নীতির অভিযোগে ডেডলাইন হাইকোর্টে

মান্থা। তাদের শূন্যপদে নিয়োগের নির্দেশ দিয়েছিলেন জাস্টিস মান্থা। আদালতে মামলাকারীর আইনজীবী জানান, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ৩৪ নম্বর প্যানেল প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ২৮.৪৩। প্যানেলের শেষে নাম থাকা প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ১১.১২ এবং সর্বশেষ তালিকাভুক্ত প্রার্থীর প্রাপ্ত নম্বর ৭.৩২। তবে তার মক্কেলের প্রাপ্ত নম্বর ২৮.৪৫ হওয়া সত্ত্বেও প্যানেলে তার নাম নেই। তাকে নিয়োগপত্রও দেওয়া হয়নি। তবে তার থেকে কম নম্বর পেয়ে অনেকে চাকরি করছেন।

এদিন বিচারপতি অমৃতা সিনহার এজলাসে এই মামলা উঠলে প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন বিচারপতি। পর্ষদকে উদ্দেশ্য করে বিচারপতি বলেন, আপনাদের দেওয়া তথ্যই বলছে মামলাকারী বেশি নম্বর পেয়েও তালিকায় স্থান পেলেন না, অথচ তার চেয়ে কম নম্বর পেয়েও অন্য কেউ চাকরি করছেন।

## সুন্দরবনবাসির রক্ষাকর্তা বনের মা বনবিবি দেবী

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

এ দিকে, যশোরের ব্রাহ্মণনগরের রাজা মুকুট রায়ের অধীনস্থ ভাটির দেশের রাজা ছিলেন ব্যাঘ্ররূপী অপদেবতা দক্ষিণ রায়। তিনি ছিলেন সুন্দরবনের একছত্র অধিপতি। তিনি বনবিবির বশ্যতা মেনে নেন না। তাঁর অত্যাচার থেকে সুন্দরবনের মানুষদেরকে বাঁচানোর জন্য স্বর্গ থেকে আদেশ আসে মা বনবিবির কাছে। তাঁর সঙ্গে বনবিবির একাধিক যুদ্ধ হয়। দক্ষিণ রায় প্রতিটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে বনবিবির সঙ্গে সন্ধি করতে বাধ্য হন।

## যে কারণে রাহুল গান্ধীর এমপি পদ বাতিল চেয়ে হাইকোর্টে আবেদন

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ভারতের বিরোধীদলীয় নেতা রাহুল গান্ধীকে 'ব্রিটেনের নাগরিক' দাবি করে তার এমপি পদ ও ভারতীয় নাগরিকত্ব বাতিল করার আবেদন জানিয়ে এবার দিল্লি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হলেন সাবেক বিজেপি এমপি সুব্রহ্মণ্যম স্বামী। আদালতে স্বামীর দাবি, ব্রিটিশ সংস্থা ব্যাকপস লিমিটেডের মাধ্যমে ২০০৫ এবং ২০০৬ সালে রাহুলের দাখিল করা বার্ষিক রিটার্ন সংক্রান্ত নথিগুলো তার ব্রিটেনের নাগরিকত্বের প্রমাণ। ওই নথিগুলোতে রাহুল নিজেকে 'ব্রিটিশ নাগরিক' বলে ঘোষণা করেছিলেন বলে স্বামীর দাবি। ভারতের আইন দ্বৈত নাগরিকত্ব রাখার অনুমতি দেয় না। তাই অন্য কোনও দেশের নাগরিক হলে একই সাথে ভারতের নাগরিক থাকা যায় না। এই পরিস্থিতিতে লোকসভার বিরোধী দলনেতার নাগরিকত্ব বাতিল করে পাসপোর্ট বাজেয়াপ্ত করারও দাবি তুলেছেন স্বামী।

আদালতকে তিনি জানিয়েছেন, ২০০৩ সালে ব্রিটেনে ওই কোম্পানির নাম নিবন্ধনের সময় রাহুল তার অন্যতম ডিরেক্টর ছিলেন।

এর আগে দিল্লির একটি আদালতে গত বছর এই দাবি তুলেছিলেন স্বামী। কিন্তু তার আবেদন গ্রাহ্য হয়নি। রাহুল 'ব্রিটেনের নাগরিক' দাবি করে তার নাগরিকত্বহ বাতিল করার আবেদন জানিয়ে লোকসভা ভোটের আগে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়েছিল ইলাহাবাদ হাইকোর্টের লখনৌ বেঞ্চে। কিন্তু সেই আবেদন খারিজ করে দেন আদালত। তবে আবেদনকারীকে ১৯৫৫ সালের নাগরিকত্ব আইনের ৯(২) ধারা অনুযায়ী 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষে'র দ্বারস্থ হওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# সিনেমার খবর

## মালাইকার পেশা কী? দ্বিধায় ছেলের বন্ধুরা

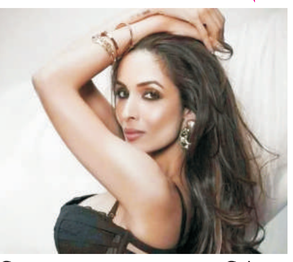

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** মডেলিং দিয়ে ক্যারিয়ারের শুরু হলেও পরে বিভিন্ন ছবিতে আইটেম গানে নাচতেও দেখা গিয়েছে মালাইকা আরোরাকে। কখনো আবার নাচের রিয়্যালিটি শো'য়ের বিচারকের আসনে। বর্তমানে তার শরীরচর্চার ছবি ও ভিডিও নেটাগরিকদের অনুপ্রেরণা জোগায়। কিন্তু বেঁচে থাকতে কী করেন তিনি? তার পেশাই বা কী? এটাই নাকি বুঝে উঠতে পারছে না মালাইকার ছেলে আরহান খানের বন্ধুরা। সম্প্রতি সংবাদমাধ্যমের এক সাক্ষাৎকারে এমনই জানালেন মালাইকা।

বিনোদন দুনিয়ায় নানা ধরনের কাজ করেছেন মালাইকা। তাই তিনি আসলে ঠিক কোন কাজটা করেন, তা নিয়ে নাকি দ্বিধায় রয়েছে ছেলের বন্ধুরা! মালাইকা বলেন, 'একদিন আমার ছেলে বলল, ওর বন্ধুরা বুঝতে পারে না আমি ঠিক কী কাজ করি। ছবিতে অভিনয়, নাচ, ছোট পর্দায় সঞ্চালনা, নাচ, মডেলিঙ এই সবের মধ্যে আমি ঠিক কোনটা করি ওরা বোঝে না। ছোটরাও বুঝতে পারছে না আমি কী করি।'

সম্প্রতি অর্জুন কাপূরের সঙ্গে দীর্ঘদিনের সম্পর্কের ইতি টেনেছেন মালাইকা আরোরা। যদিও বিচ্ছেদ নিয়ে সরাসরি কোনো কথা বলেননি তারা। অর্জুনের জন্মদিনে অনুপস্থিত থাকার পর থেকে এই জল্পনা আরো ঘনীভূত হয়। এমনকি, সম্প্রতি একই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকলেও, একসঙ্গে দেখা যায়নি মালাইকা ও অর্জুনকে। একসময়ে, এই সম্পর্কে অর্জুনের সঙ্গে বয়সের ব্যবধানের জন্য ট্রোলড হতে হয়ে মালাইকাকে।

সামাজিক মাধ্যমে কটাক্ষ, ট্রোলিং নিয়ে মালাইকা বলেছেন, 'মাঝেমধ্যে দেখি আমাকে নিয়ে নোংরা কথা লেখা হয়েছে। সত্যি কথা বলতে, এই মন্তব্যগুলো আমার পুরো দিনটাই মাটি করে দেয়। যদিও যতদিন যাচ্ছে আমি এগুলোকে এড়িয়ে চলতে শিখছি।'

## নিজেকে কেন 'বানর' বললেন শাহরুখ?

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** শাহরুখ খান। যাকে পর্দায় দেখার জন্য প্রতিটা পলকে মরিয়া থাকেন ভক্তরা। বলিউডের একমাত্র রোম্যান্টিক হিরো, যিনি ৬০-এর দরজায় এসেও প্রাসঙ্গিক। শাহরুখ খান এবার নিজেকে নিয়ে এক মজার মন্তব্য করেছেন। ১০ অগাস্ট লাইফ টাইম অ্যাচিভমেন্টের জন্য পার্দো আলা ক্যারিয়েরা অ্যাওয়ার্ড পান শাহরুখ। বর্তমানে সেই ছবি ছড়িয়ে রয়েছে সর্বত্র। শুভেচ্ছাবার্তায় ভাসছেন তিনি। তারই মাঝে এবার ভাইরাল তার মন্তব্য। এবার নিজেকে 'বানর' বলে বসলেন শাহরুখ।

সম্প্রতি শাহরুখ খান স্টারডম প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, 'আমি এমন এক জায়গা থেকে উঠে আসা ব্যক্তি, সেখানে দাঁড়িয়ে যদি আমি মানুষের কাছে পৌঁছতে পারি, সেটাই আমার জন্য অনেক। আমি স্টারডম কখনও বুঝতেই পারি না। আমি শুধু আনন্দ দিতে চাই। আমি বানরের মতো। আপনার জন্য আমি সব কিছু করতে পারি। মানুষ যখন তা পছন্দ করেন, আমি তাতেই খুশি হই। প্রত্যেকের একটা জীবন আছে। কিন্তু আমায় ভালোবাসার জন্য তারা সব করে নেন। স্টারডম এটারই সঙ্গে পাওয়া।'

এখানেই শেষ নয়, শাহরুখ আরও বলেন, 'তারকাখ্যাতি জরুরি নয়। আমি এটাকে শ্রদ্ধা করি। আমি সবাইকে বলি এটাকে আমি চায়ের মতো পান করি। আমার বোঝার কিংবা অধিকার বোধ করার কিছু নেই। যেদিন আমি আনন্দ দিতে পারব না, সেদিন আমি কারও জন্য কিছুই থাকব না। আমি স্টার হওয়ার চেষ্টা করি না। আমি আমার মতো থাকার চেষ্টা করি, পর্দার সামনে ও পিছনে।'

## পুত্র সন্তানের মা-বাবা হবেন দীপিকা-রণবীর?

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** বলিউডের তারকা দম্পতি দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং প্রথম সন্তানের মা-বাবা হতে যাচ্ছেন। সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী সেপ্টেম্বরে সন্তানের মুখ দেখবেন তারা।সন্তানের মুখ দেখার জন্য মুখিয়ে আছেন রণবীর-দীপিকা। চলছে নানা আয়োজনও। এ জুটির ভক্তরাও উচ্ছ্বসিত। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তারা দুই শিবিরে বিভক্ত হয়ে গেছেন। এক দলের দাবি কন্যা সন্তান জন্ম দেবেন দীপিকা। অন্য দল বলছেন, পুত্র সন্তানের কথা। কিন্তু রণবীর-দীপিকার ঘর আলো করে কে আসছে? পুত্র নাকি কন্যা?

ফিল্মিবিট এক প্রতিবেদনে জানিয়েছে, দীপিকা পাড়ুকোন ও রণবীর সিং দম্পতি পুত্র সন্তানের মা-বাবা হতে যাচ্ছেন। এরই মধ্যে তারা উদযাপনও শুরু করেছেন। প্রথম থেকেই দীপিকার অন্তঃসত্তা হওয়া নিয়ে চলছে বিতর্ক। এবার আবারো বিতর্কে নাম জড়াল তার ও রণবীর সিংয়ের। জন্মের আগে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ ভারতে বেআইনি। সে আম আদমি হোক অথবা তারকা! তবে সেই নিয়মই কি এবার লঙ্ঘন করলেন তারা? উঠছে প্রশ্ন, নেপথ্যে রয়েছে এই বিশেষ কারণ।

কিছু দিন আগেই এক গিফট ব্যান্ডের তরফে দীপিকার হবু সন্তানের জন্য কিছু উপহার পাঠানো হয়। নীল রঙের ব্যান্ড দিয়ে করা হয়েছিল প্যাকেজিং। এমনকি উপহার বাঁধাও হয়েছিল নীল রঙ দিয়েই। গোলাপি রঙের দেখা মেলেনি।

এ কথা অনেকেই জানেন, সদ্যোজাতের ক্ষেত্রে লিঙ্গ বোঝাতে গোলাপি ও নীল রঙের ব্যবহার হয়। গোলাপি রঙ মানে কন্যাসন্তান আর নীল মানে পুত্রসন্তান। এমনকি যে সব দেশে লিঙ্গ নির্ধারণ বেআইনি নয়, সেই সব দেশেও 'জেন্ডার রিভিল সেরিমনি' অর্থাৎ ঘটা করে করা লিঙ্গ নির্ধারণের অনুষ্ঠানে ছেলে হলে নীল বেলুন ফাটানো বা নীল রঙের কেক খাওয়ার চল আছে। নেটিজেনদের একটা বড় অংশের ধারণা বিদেশে গিয়ে সন্তানের লিঙ্গ নির্ধারণ করেই এসেছেন তারা।

গত ২৯ ফেব্রুয়ারি মা হতে যাওয়ার ঘোষণা দেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে পুত্র নাকি কন্যা সন্তানের মা হবেন তা জানাননি দীপিকা কিংবা রণবীর সিং। আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া বিকল্প নেই তাদের ভক্তদের!

সঞ্জয় লীলা বানসালি পরিচালিত 'রাম-লীলা' সিনেমার শুটিং সেট থেকে শুরু, এরপর বিভিন্ন সময় বলিপাড়ায় রণবীর সিং ও দীপিকা পাড়ুকোনের প্রেম ও বিয়ের গুঞ্জন চাউর হয়। কিন্তু তা অস্বীকার করে আসছিলেন তারা। ২০১৮ সালের নভেম্বরে বিয়ে করেন এই জুটি।

## বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন, যা বললেন অভিষেক

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** ঐশ্বরিয়া রায় ও অভিষেক বচ্চনের বিয়ে ভাঙার গুঞ্জন বহুদিন ধরেই চলছে বলি পাড়ায়। সেই গুঞ্জনের পরও অভিষেকের সাথে দু-একসময় একসাথে দেখা গেছে এই তারকা জুটিকে।

এবার সেই গুঞ্জন বাড়িয়ে দিয়েছিল একটি ভিডিও। যে ভিডিওতে দেখা গেছে, অভিষেক বচ্চন বলছেন, তিনি ঐশ্বরিয়ার সঙ্গে বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে পরে জানা যায় এই ভিডিওটি সত্য নয়। এআই প্রযুক্তির ব্যবহার করে বানানো হয়েছে।

এই ঘটনার পরই মুখ খুলেছেন অভিষেক। যদিও এতোকিছুর পরও কিছু বলেননি অভিষেক বচ্চন। তবে এবার নীরবতা ভাঙলেন অভিনেতা। টাইমস অব ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, বলিউড ইউকে মিডিয়াকে দেয়া সাক্ষাৎকারে নিজের বিয়ের আংটি দেখিয়ে অমিতাভপুত্র বলেন, আমি এখনো বিবাহিত।

এরপর বিচ্ছেদের গুঞ্জন নিয়ে অভিষেক বলেন, 'এই বিষয়ে আমার আপনাদের কিছু বলার নেই। আপনারা সবাই বিষয়টি নিয়ে একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলেছেন। যা খুব দুঃখের। আমি যদিও বুঝতে পারছি, কেন আপনারা এমনটা করেছেন। আপনাদের কিছু গল্প বলতেই হবে, বিষয়টা এমন হয়ে গিয়েছে। ঠিকই আছে, আমরা তারকা, আমাদের সহ্য করতেই হবে।'

২০০৭ সালের এপ্রিলে সাতপাকে বাঁধা পড়েন অভিষেক বচ্চন ও ঐশ্বরিয়া রায় বচ্চন। ২০১১ সালে জন্ম হয় তাদের মেয়ে আরাধ্যা বচ্চনের। ভালোই যাচ্ছিল তাদের সময়। তবে কয়েক বছর ধরেই ঐশ্বরিয়া-অভিষেকের বিচ্ছেদের গুঞ্জন, বচ্চন পরিবারের অশান্তির খবর শোনা যাচ্ছিল।

## সুশান্তের সেই বাড়ি সত্যিই কি কিনে নিয়েছেন আদাহ?

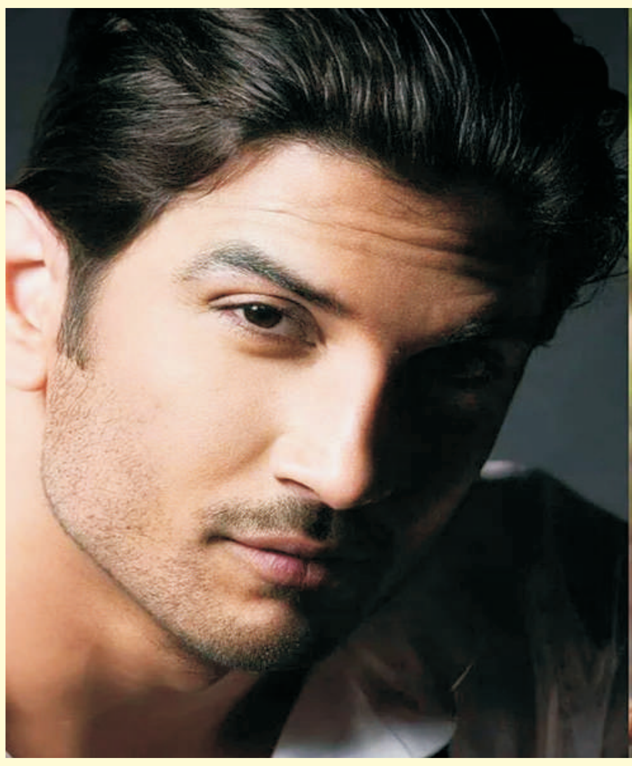

**নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন :** বলিউডের প্রয়াত অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুত একসময় যে বাড়িতে বাস করতেন, যে বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছিল তার মরদেহ, বর্তমানে সেই ঘরেই থাকছেন অভিনেত্রী আদাহ শর্মা। তবে কি সত্যিই তিনি সুশান্তের বাড়ি কিনেছেন? সোমবার (১২ আগস্ট) পাপারাৎজিদের মুখোমুখি হয়ে সেই প্রশ্নেরই জবাব দিলেন 'কেরালা স্টোরি'র অভিনেত্রী।

এ খবর ছড়িয়ে পড়েছিল তখনই যখন আদাহ প্রথমবার সুশান্ত যে বাড়িতে থাকতেন সেটি দেখতে যান। সুশান্ত বান্দ্রার একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে ভাড়া থাকতেন। নিজের স্বপ্নের মতো করেই সাজিয়েছিলেন সেই বাড়ি। সেখানেই শেষ হয়ে যায় তার স্বপ্ন। সেই ঘর থেকে উদ্ধার হয় সুশান্তের নিথর দেহ।

শোনা যায়, সুশান্তের মৃত্যুর পর ওই অ্যাপার্টমেন্টে নাকি থাকতে চাইতেন না কেউই। বন্ধ পড়েছিল ওই অ্যাপার্টমেন্ট। তবে হঠাৎ আদাহকে দেখা যায় ওই অ্যাপার্টমেন্টে। সেখান থেকেই জল্পনার শুরু। তবে প্রথমে বিষয়টা নিয়ে মুখ খুলতে চাননি আদাহ। জানিয়েছিলেন সব পুরোপুরি ঠিক হলে তবেই তিনি মুখ খুলবেন। কয়েকমাস পর দেখা যায়, সুশান্তের অ্যাপার্টমেন্টে থাকতে গেছেন আদাহ। পূজা করিয়ে গৃহপ্রবেশ করেছিলেন। সোশ্যাল মিডিয়ায় নিজেই শেয়ার করে নিয়েছিলেন ছবি। একাধিক সাক্ষাৎকারে আদাহ জানিয়েছিলেন, সেই বাড়িতে থাকতে তার কোনো সমস্যা হয় না। বরং ওই বাড়িতে ঢুকলে একটা ইতিবাচক ইঙ্গিত পান তিনি, যা তাকে ভীষণভাবে উদ্বুদ্ধ করে। সেই কারণেই এ বাড়িতে থাকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আদাহ। মোটেই তার সাহস সংগ্রহ করতে হয়নি ওই বাড়িতে থাকতে।

সোমবার পাপারাৎজিরা আদাহকে প্রশ্ন করেন, তিনি ওই বাড়িটি কিনে নিয়েছেন কি না? জবাবে আদাহ জানান, তিনি বাড়িটি কেনেননি। সুশান্তের মতোই ওই ভাড়া থাকছেন। ওই বাড়ির মালিক লাঘওয়ানি নামের কেউ। তার কাছ থেকেই বাড়িটি ভাড়া নিয়েছেন আদাহ।

## হার্দিকের দিকে প্রতারণার ইঙ্গিত দিলেন সাবেক স্ত্রী!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** চলতি বছরের জুলাই মাসে ভারতীয় ক্রিকেট তারকা হার্দিক পান্ডের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের ঘোষণা দেন নাতাশা স্তানকোভিচ। তারপর ছেলে অগস্ত্যকে সঙ্গে নিয়ে ভারত ছেড়ে সার্বিয়া চলে যান তিনি। যৌথভাবে নেয়া বিবাহবিচ্ছেদের সিদ্ধান্তও রাখঢাক না করেই সোশ্যাল মিডিয়ায় জানিয়েছেন নাতাশা।

শুধু তাই নয়, বিবাহবিচ্ছেদের পর থেকে বিভিন্ন ধরনের পোস্টে নানা ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এবার আলোচনা হচ্ছে তার একটি পোস্ট নিয়ে। যেখানে হার্দিকের দিকে নাতাশা প্রতারণার ইঙ্গিত দিয়েছেন বলে মনে করা হচ্ছে।

হার্দিক ও নাতাশার সম্পর্ক ভাঙলেও তারা একে অপরকে এখনো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে অনুসরণ করেন। এই দেখে নেটিজেনদের প্রশ্ন, এখনো কি পরস্পরের সঙ্গে যুক্ত থাকতে চান তারা? যদিও সে প্রশ্নের উত্তর মেলেনি। তবে বিয়ে ভাঙার পর ছেলেকে সময় দিচ্ছেন নাতাশা। সেই সব ছবি সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রকাশ করছেন তিনি। পাশাপাশি তিক্ত সম্পর্ক প্রসঙ্গে নানা পোস্টে লাইকও দিচ্ছেন।

এবার 'প্রতারণা যেন মানসিক অত্যাচারের সমান' এমনই এক পোস্টে লাইক দিয়ে কি তবে হার্দিকের দিকে আঙ্গুল তুলতে চাইছেন তিনি! যদিও এই জল্পনা নিরসন করেননি নাতাশা। এর মধ্যেই অভিনেত্রী অনন্যা পান্ডের সঙ্গে সম্পর্কে জড়ানোর গুঞ্জন শোনা গেছে হার্দিকের। সম্প্রতি একে অপরকে ইনস্টাগ্রামে অনুসরণ শুরু করেছেন তারা।

## নিকোকে পেতে পিএসজির সঙ্গে লড়াইয়ে বার্সা, খুঁজছে বিকল্পও

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইউরো চ্যাম্পিয়নশিপে স্পেনের শিরোপা জয়ের অন্যতম কারণ ছিল লামিনে ইয়ামাল ও নিকো উইলিয়ামস জুটি। এই জুটির সঙ্গে দানি ওলমোর রসায়নেই রেকর্ড চতুর্থ শিরোপা জিতে নেয় লা রোজারা। সেই ত্রয়ীকে বার্সেলোনাতেও একত্রে করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ক্লাবটি। তবে এরমধ্যে বাগড়া দিচ্ছে ফরাসি ক্লাব পিএসজি। তাই বাধ্য হয়ে নিকোর বিকল্পও খুঁজছে কাতালান ক্লাবটি।

দুদিন আগেই ওলমোকে স্বাক্ষর করায় বার্সা। এবার তাদের লক্ষ্য নিকো। তবে তার কাছ থেকে এখনও ইতিবাচক সাড়া পাচ্ছেন না তারা। তাই বিকল্প খুঁজছে দলটি। যদিও এই ট্রান্সফার থেকে সরে যায়নি তারা। ২২ বছর বয়সী এই তরুণের রিলিজ ক্লজ ৫৮ মিলিয়ন ইউরো। তাই এই ক্লজ একটিভেট করে তাকে টানতে চাইছে বার্সা। এরমধ্যেই আবার তাকে পেতে চেষ্টা চালাচ্ছে পিএসজিও।

শেষ মুহূর্তে যদি অ্যাতলেতিক বিলবাওয়ের এই উইঙ্গারকে না পাওয়া যায় তাই বিকল্প ভাবনায় একাধিক খেলোয়াড় বিবেচনায় রয়েছে বার্সেলোনার। লিভারপুলের কলম্বিয়ান উইঙ্গার লুইস দিয়াজ তাদের প্রথম পছন্দ। এছাড়া বায়ার্ন মিউনিখের কিংসলে কোমান ও এসি মিলানের রাফায়েল লিয়াওকেও পছন্দ তাদের।

এদিকে ফরাসি গণমাধ্যমে সংবাদ, নিকোকে পেতে চাইছেন পিএসজির স্পেনিয়ার্ড কোচ লুইস এনরিকেও। তাদের প্রস্তাব বার্সেলোনার চেয়েও বড়। সংবাদ অনুযায়ী বার্সার প্রায় দ্বিগুণ। কিন্তু এখন পর্যন্ত দলবদল নিয়ে কোনো আলোচনা করেননি নিকো।

# বাংলাদেশের বিপক্ষে ভারত দলে নেই রোহিত-কোহলিরা!

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে পাকিস্তানের উদ্দেশে দেশ ছেড়েছেন টাইগাররা। নিজেদের অনুশীলন শেষে ২১ আগস্ট থেকে মুখোমুখি হবে প্রথম টেস্টে। এরপরের অ্যাসাইনমেন্ট ভারতের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ। সময়ের হিসাবে কিছুটা দেরি থাকলেও ভারত এখন থেকেই পরিকল্পনা সাজিয়ে নিচ্ছে বাংলাদেশের বিপক্ষে সেই সিরিজকে সামনে রেখে। টাইগারদের বিপক্ষে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে দলের বেশকিছু সিনিয়র ক্রিকেটারের বিশ্রামের গুঞ্জনও আছে। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পরেই গুঞ্জন ছিল বিশ্রামে থাকবেন রোহিত শর্মা, জসপ্রিত বুমরাহ ও বিরাট কোহলিদের মতো অভিজ্ঞ ক্রিকেটাররা। তবে নতুন কোচ গৌতম গম্ভীরের চাওয়ায় শ্রীলঙ্কার বিপক্ষে ওয়ানডে সিরিজে ছিলেন কোহলি ও রোহিত। অবশ্য বুমরাহ ছিলেন না টি-টোয়েন্টি ও ওয়ানডে সিরিজের কোথাও। জাতীয় দলের খেলা না থাকায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ডের নির্দেশ দুলিপ ট্রফি খেলার। বোর্ড অব কন্ট্রোল ফর ক্রিকেট ইন্ডিয়া (বিসিসিআই) জানিয়ে দিয়েছে ৫ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া এই ঘরোয়া আসরে খেলতে হচ্ছে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের। যদিও এখানে বাড়তি সুবিধা পাচ্ছে কোহলি এবং রোহিতের মত সিনিয়ররা। এমনকি ছুটির মেয়াদ বাড়তেও পারে তাদের। সেক্ষেত্রে বাংলাদেশের বিপক্ষে ১৯ সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হওয়া দুই ম্যাচের টেস্ট সিরিজেও বিশ্রামে থাকবেন বুমরাহ, কোহলি, রোহিতরা। যার কারণ হিসেবে দেখানো হয়েছে ব্যস্ত মৌসুম। বাংলাদেশ সিরিজ শেষ হতেই নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে তিন টেস্ট খেলবে ভারত। এরপর ৫ ম্যাচের টেস্ট সিরিজ খেলতে অস্ট্রেলিয়া যাবেন রোহিতরা। সেই দুটি সিরিজকে গুরুত্ব দিয়েই এমন সিদ্ধান্ত নিচ্ছে বিসিসিআই।

## ৬ বছরের চুক্তিতে আতলেতিকোয় আলভারেস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ম্যানচেস্টার সিটি ছেড়ে নতুন চ্যালেঞ্জ নিলেন হুলিয়ান আলভারেস। ৯৫ মিলিয়ন ইউরোর বিনিময়ে তাকে ৬ বছরের চুক্তিতে দলে ভিড়িয়েছে স্প্যানিশ ক্লাব আতলেতিকো মাদ্রিদ।

২০২২ সালে নিজের ২২তম জন্মদিনে ম্যানচেস্টার সিটিতে যোগ দেন আলভারেস। সে বছরই আর্জেন্টিনার হয়ে বিশ্বকাপ জেতেন তিনি। এরপর সিটিতে জায়গা পেতে শুরু করেন নিয়মিত একাদশে। দুই মৌসুমে ১০৩ ম্যাচ খেলে ৩৬ গোলের পাশাপাশি ৬টি শিরোপার স্বাদ পেয়েছেন এই ফরোয়ার্ড। বিদায়বেলায় সিটিকে নিয়ে আলভারেস বলেন, 'অনেক আবেগ নিয়ে অসাধারণ এই ক্লাবটিকে আজ বিদায় জানাচ্ছি আমি। এই দুটি বছর খুবই স্পেশাল। এই সময়ে খেলোয়াড় ও ব্যক্তি হিসেবে আমি অনেক কিছু শিখেছি।'

আলভারেসকে নিজেদের ইতিহাসে রেকর্ড দামে বিক্রি করেছে সিটি। এর আগে ২০২২ সালে ৫০ মিলিয়ন পাউন্ডের বিনিময়ে চেলসির জন্য রহিম স্টারলিংকে ছেড়ে দিয়েছিল তারা।

## জুলাইয়ে আইসিসির মাস-সেরা অ্যাটকিনসন ও আতাপাতু

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট কাউন্সিলের (আইসিসি) জুলাই মাসের সেরা ক্রিকেটার নির্বাচিত হয়েছেন ইংল্যান্ড পেসার গাস অ্যাটকিনসন ও নারী বিভাগে শ্রীলঙ্কার অধিনায়ক চামারি আতাপাতু। ভারতীয় অলরাউন্ডার ওয়াশিংটন সুন্দর ও স্কটল্যান্ডের পেসার চার্লি ক্যাসেলকে টপকে সেরার স্বীকৃতি পেয়েছেন ইংলিশ এই পেসার। অন্যদিকে ভারতের দুই ওপেনার স্মৃতি মান্ধানা ও শেফালি ভার্মাকে পেছনে ফেলেছেন আতাপাতু।

এর আগে, গত মাসে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিপক্ষে টেস্ট সিরিজ দিয়ে ২৬ বছর বয়সী অ্যাটকিনসনের লংগার ভার্সনে অভিষেক হয়। লর্ডসে ইংল্যান্ড কিংবদন্তী জেমস অ্যান্ডারসনের শেষ টেস্টটি অ্যাটকিনসনের প্রথম ছিল। এ ম্যাচে ১২ উইকেট নেন তিনি। সিরিজের পরের দুই টেস্টে আরও ১০ উইকেট নেন।

পুরস্কার পেয়ে অ্যাটকিনসন বলেন, আইসিসির মাস সেরার পুরস্কার পাওয়াটা সত্যিকারের অর্জন মনে করি। আমার টেস্ট ক্যারিয়ারের শুরুটা অবিশ্বাস্য ছিল। ইংল্যান্ডের হয়ে প্রথম সিরিজে এমন সাফল্য সত্যিই আমি কখনো ভাবিনি।'

এদিকে আতাপাতুর জন্য এই স্বীকৃতি নতুন কিছু নয়। এ নিয়ে তৃতীয়বার আইসিসির মাসসেরা হলেন লঙ্কান অধিনায়ক। নারীদের মধ্যে তিনবার করে এই পুরস্কার জিতেছেন শুধু ওয়েস্ট ইন্ডিজের হেইলি ম্যাথুস এবং অস্ট্রেলিয়ার অ্যাশলেই গার্ডনার।

ভারতকে ফাইনালে হারিয়ে প্রথমবার নারী এশিয়া কাপ জেতে শ্রীলঙ্কা, এতে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেন আতাপাতু। টুর্নামেন্টে ১৪৬ দশমিক ৮৫ স্ট্রাইক রেটে ৩০৪ রান করার পাশাপাশি তিন উইকেটও নেন।

আতাপাতুর ভাষ্য, 'তৃতীয়বারের মতো আইসিসির নারীদের মাসসেরা ক্রিকেটার হিসেবে আমাকে বেছে নেওয়াতে আমি খুশি ও সম্মানিত। নিজের প্রচেষ্টার এমন স্বীকৃতি পাওয়াটা হৃদয় ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। এটি অর্জিত হয়েছে, আমার সতীর্থ আর কোচদের সহায়তায়।'

## ক্রিকেট ফিরল অলিম্পিকে, উচ্ছ্বসিত পন্টিং

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** এক শতাব্দীর বেশি সময় পর অলিম্পিক গেমসে ক্রিকেটের ফেরাকে ইতিবাচক হিসেবে দেখছেন রিকি পন্টিং। দুইটি বিশ্বকাপজয়ী অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়কের মতে, বিশ্বের সবচেয়ে বড় এই ক্রীড়াযজ্ঞের মাধ্যমে ক্রিকেট আরও ছড়ানোর সুযোগ পাবে।

১৯০০ সালের প্যারিস অলিম্পিকসে প্রথম ও শেষবার ছিল ক্রিকেট। দীর্ঘ অপেক্ষার পর ২০২৮ সালের লস অ্যাঞ্জেলস গেমসে আবার দেখা যাবে ব্যাট-বলের লড়াই। গত বছর মুম্বাইয়ে আন্তর্জাতিক অলিম্পিক কমিটির সভায় নেওয়া হয় এই সিদ্ধান্ত। এবার প্যারিস অলিম্পিকস চলাকালে আইসিসি রিভিউয়ে অলিম্পিক কমিটির এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানান পন্টিং।

তিনি জানান, আমাদের খেলাটির জন্য এটি শুধু ইতিবাচকই হতে পারে। গত ১৫-২০ বছরে আমি অনেক কমিটির আলোচনায় বসেছি এবং প্রায় সবগুলোতেই এটি শীর্ষ এজেন্ডা ছিল যে কীভাবে অলিম্পিকে ক্রিকেট ফেরানো যায়। অবশেষে এটি ফিরছে।

তিনি আরও বলেন, আর মাত্র চার বছর দূরে। এর মধ্যে আশা করি, যুক্তরাষ্ট্রের এমএলসি (মেজর লিগ ক্রিকেট) আরও এগিয়ে যাবে। কে জানে, ততদিনে এমএলসিতে দলের সংখ্যা বাড়তেও পারে। আমার মতে, এতে যুক্তরাষ্ট্রের তৃণমূলে ক্রিকেটের সম্প্রসারণ ঘটতে পারে। তবে অলিম্পিক গেমসের বিষয়টা হলো, এটি শুধু আয়োজক দেশের ব্যাপার নয়, দর্শকদের মধ্যে বিস্তৃতির বিষয়।

অস্ট্রেলিয়ার সাবেক অধিনায়কের মতে, অলিম্পিকসে প্রত্যাবর্তন ঘটার মাধ্যমে নতুন নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছতে পারবে ক্রিকেট। বিশ্ব জুড়ে অনেক মানুষ অলিম্পিক গেমস দেখে। তাই আমাদের খেলাটি সম্পূর্ণ নতুন দর্শকদের কাছে পৌঁছে যাবে যা প্রতিনিয়ত বাড়ার পথেই আছে। (ক্রিকেট) খেলাটির জন্য এটি শুধুমাত্র ইতিবাচক বিষয়ই হতে পারে।

প্রাথমিক সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, টি-টোয়েন্টি সংস্করণে হবে লস অ্যাঞ্জেলস অলিম্পিকস ক্রিকেট। তবে কতগুলো দল অংশ নেবে সেই ব্যাপারে এখনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার হয়নি। এই বিষয়ে ধারণা দিয়ে শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বিতার ভবিষ্যদ্বাণী করেন পন্টিং।

তিনি বলেন, সুবিধাদি ও অবকাঠামোর বিষয়গুলো মূল হতে চলেছে। এছাড়া কতগুলো দল আসলে খেলার সুযোগ পাবে। তারা ৬-৭ দলের ব্যাপারে আলোচনা করছে। তাই বাছাই প্রক্রিয়া খুবই প্রিমিয়ার হতে চলেছে, যেভাবে আপনি আসলে অলিম্পিক গেমস খেলতে পারবেন। তাই এসব কিছু চিন্তা করে আমি সত্যিই রোমাঞ্চিত যে খেলাটি কোথায় এগোচ্ছে এবং ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় খেলাটি ছড়িয়ে পড়বে, যা আমরা দেখতে পাচ্ছি।

অলিম্পিকসের মতো মাল্টি-স্পোর্টস ইভেন্টে খেলার অভিজ্ঞতা আছে পন্টিংয়ের। ১৯৯৮ সালের কমনওয়েলথ গেমসে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে খেলেছেন তিনি। প্রায় ৩০ বছর পর অলিম্পিক গেমসে ভিন্ন দায়িত্বে থাকার আশা তার। তিনি বলেন, এটি (অলিম্পিকসে কোচ হওয়া) দারুণ হবে। অলিম্পিক গেমসে কোনো ক্রিকেট দলের সঙ্গে মেন্টর হিসেবে থাকতে পছন্দ করব। কমনওয়েলথ গেমসে খেলার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। গেমস ভিলেজে সব ক্রীড়াবিদদের সঙ্গে থাকা ও সব কিছু মিলিয়ে, একজন ক্রিকেটারের জন্য পরাবাস্তব পরিবেশ।

## বার্সেলোনা ছাড়লেন রবের্তো

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** অবশেষে বার্সেলোনা ছেড়ে গেলেন ৩২ বছর বয়সী অধিনায়ক সের্হিও রবের্তো। তার বিদায়ের ব্যাপারটি নিশ্চিত করেছে কাতালান জায়ান্টরা।

মাত্র ১৪ বছর বয়সে বার্সার ফুটবলার গড়ার প্রতিষ্ঠান লা মাসিয়া অ্যাকাডেমিতে যোগ দেন এই স্প্যানিশ মিডফিল্ডার। এরপর ২০১০ সালের নভেম্বরে যোগ দেন সিনিয়র দলে। ক্লাব ক্যারিয়ারে বার্সার জার্সিতে মোট ৩৭৩টি ম্যাচ খেলেছেন রবের্তো। গোল করেছেন ১৯টি। এর মধ্যে ২০১৭ চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ ষোলোয় পিএসজির বিপক্ষে বার্সার ৬-৫ গোলে জেতা ম্যাচে তার করা গোলটি সবচেয়ে বিখ্যাত। ২০২৩-২৪ মৌসুমে টালমাটাল অবস্থায় থাকা বার্সার অধিনায়কের দায়িত্বে ছিলেন রবের্তো। তবে জুনে ক্লাবের সঙ্গে তার চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর বিদায়ের গুঞ্জন উঠতে শুরু করে। এতদিন পর জানা গেল, ক্লাব ছেড়েছেন তিনি।

## পুরোনো ঠিকানায় পাড়ি জমালেন সানচেস

**স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন :** পুরোনো ঠিকানায় পাড়ি জমালেন আলেক্সিস সানচেস। ইতালিয়ান ক্লাব উদিনেজে ফিরলেন চিলির এই অভিজ্ঞ ফরোয়ার্ড।

৩৫ বছর বয়সী সানচেসের সঙ্গে দুই বছরের চুক্তি করেছে উদিনেজে। সেরি আর আরেক ক্লাব ইন্টার মিলানের সঙ্গে গত জুলাইয়ে শেষ হয় তার চুক্তির মেয়াদ। ২০০৬ থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত উদিনেজে খেলেছিলেন সানচেস। দলটির হয়ে ১১২ ম্যাচে ২১ গোল করার পাশাপাশি অ্যাসিস্ট করেন ২০টিতে।

এরপর যোগ দেন স্প্যানিশ ক্লাব বার্সেলোনায়। তিন মৌসুমে সেখানে ১৪১ ম্যাচে ৪৬ গোল করেন তিনি। ইংলিশ ক্লাব আর্সেনালে চার বছরে ১৬৬ ম্যাচ খেলা সানচেস ৮০ গোল করার পাশাপাশি সতীর্থের ৪৩ গোলে রাখেন অবদান। এরপর দুই দফায় খেলেন তিনি ইন্টার মিলানে। এর মাঝে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে এক মৌসুম খেলে গোল করতে পারেন কেবল ৫টি।

পুরনো ঠিকানায় নতুন করে শুরু করার লক্ষ্যে আছেন সানচেস। গত মৌসুমে সেরি আয় শেষ দিক থেকে ষষ্ঠ স্থানে ছিল উদিনেজে।

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন ঃ ৯৫৬৪৩৮২০৩১
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR